RNI No. 71057/96

রাজবংশী ভাষায় 'বাকুমটা' বই প্রকাশ
পৃষ্ঠা-২

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৫, সংখ্যা: ২৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩১ ডিসেম্বর – ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 25, Issue: 26, Cooch Behar, Friday, 31 December - 13 January, 2021, Pages: 8, Rs. 3

পুরনির্বাচনে তৃণমূলের মুখ গৌতম দেব!

শিলিগুড়ি: কলকাতা পুরভোটের মতোই শিলিগুড়ি পুরনির্বাচনে দলের পুরনো নেতৃত্বের উপরই আস্থা রাখছে তৃণমূল। আসন্ন শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনে তৃণমূল থেকে প্রার্থী হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পুরনিগমের প্রাক্তন প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম দেব। তৃণমূলের তরফে তিনি মেয়র পদপ্রার্থীও হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ভোটে এবার বামফ্রন্টের মুখ অশোক ভট্টাচার্য। বিজেপি এগোচ্ছে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে সামনে রেখে। আর এই দুইয়ের বিরুদ্ধে তৃণমূলকে নেতৃত্ব দেবেন শাসক দলের হেভিওয়েট নেতা গৌতম দেব।

২৭ ডিসেম্বর রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে শিলিগুড়ি পুরনিগম নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রার্থী তালিকায় বাদ পড়েছেন তৃণমূলের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলর ও জেলার প্রথম সারির নেতারা। আবার রাজ্য ও জেলার একাধিক সাংগঠনিক পদে থাকা নেতাদেরও প্রার্থী করা হয়েছে। শিলিগুড়ির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পুরভোটে লড়বেন গৌতম দেব। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি। তার পর তাঁকে শিলিগুড়ি পুরসভার পুর প্রশাসক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার পুরভোটে তাঁকে টিকিট দেওয়ায়, তিনিই তৃণমূলের হয়ে শিলিগুড়ির মেয়র পদপ্রার্থী বলে মনে করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন কাউন্সিলরহীন থাকা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এবার টিকিট দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন প্রশাসক বোর্ডের সদস্য রঞ্জন সরকারকে। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী হয়েছেন রঞ্জন শীল শর্মা এবং ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী হয়েছেন শিলিগুড়ি টাউন তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি বেদব্রত দত্ত। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক প্রতুল চক্রবর্তীকে এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডে অশোক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহম্মদ আলম। এছাড়া গত পুরনিগম নির্বাচনের মতো টিকিট পেয়েছেন রঞ্জন শীল শর্মা, দুলাল দত্ত, অলোক ভক্ত, মানিক দে, প্রদীপ গোয়েল, শ্রাবণী দত্ত, প্রশান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ।

এখনই বন্ধ হচ্ছে না রাজ্যের স্কুল কলেজগুলি

কলকাতা: বিশ্বে আঘাত হেনেছে করোনার তৃতীয় ঢেউ। লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক সংক্রমণ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল কলেজের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। শিক্ষা দফতরের প্রকাশিত ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, এখনই বন্ধ হচ্ছে রাজ্যের স্কুল কলেজগুলি।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগামী ২ জানুয়ারি থেকে সর্দি-কাশি-জ্বরের মতো উপসর্গ থাকলে স্কুলে যেতে হবে না শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীদের। সঙ্গে সঙ্গে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে তাদের। করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এলে তিনি স্কুল বা কলেজে যেখানে বসতেন ও যে যে জিনিস স্পর্শ করেছিলেন তা স্যানিটাইজ করতে হবে। করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ না আসা পর্যন্ত স্কুলে যেতে পারবেন না তিনি। আরও বলা হয়েছে, কোনও স্কুল বা কলেজ থেকে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে এমনটা নিশ্চিত না হলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার দরকার নেই।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত মাসেই রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শুরু হয়েছে পঠনপাঠন। তার মধ্যে করোনার নতুন ঢেউয়ের জেরে ফের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন অনেকে। তবে ৩০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার সময় বলেছেন, "আমি তো স্কুল বন্ধ করতে বলিনি"। এতে মনে করা হচ্ছে এখনই বন্ধ হচ্ছে না রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি।

দিনহাটায় রাসমেলার উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

দিনহাটা: ৩০ ডিসেম্বর দিনহাটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গীতালদহের হরিরহাটে ১৫ দিনব্যাপী রাসমেলার সূচনা হল। এই মেলাটি চলবে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত মেলার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন, গীতালদহ ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজলি বিবি, মুক্তা রায় বর্মন, মেলা কমিটির সভাপতি শান্তি রঞ্জন সরকার, সম্পাদক লক্ষ্মীপ্রসাদ কালোআর সহ আরও অনেকে।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে গোটা কোচবিহার জেলাবাসীকে আগাম নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন।

গীতালদহের হরিরহাটের রাসমেলাটির এবছর এই ৪৮-তম বর্ষ। করোনা আবহে গত দু'বছর এই মেলা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ফের নতুন করে এই মেলা শুরু হল। তাই এবছর মেলার প্রথম দিনই দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। মেলা উপলক্ষে স্থানীয় হরিরহাট হাই স্কুল প্রাঙ্গণ ও আশপাশ এলাকায় বিভিন্নরকম পসরা নিয়ে হাজির হয়েছে ব্যবসায়ীরা।

জানা গিয়েছে, মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দিনহাটার বিধায়ক চেয়ারম্যান উদয়ন গুহকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি আসেননি। উদয়ন গুহের নিজ নির্বাচনী এলাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই তাঁর না আসার ঘটনাকে অনেকে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলেও মনে করছেন।

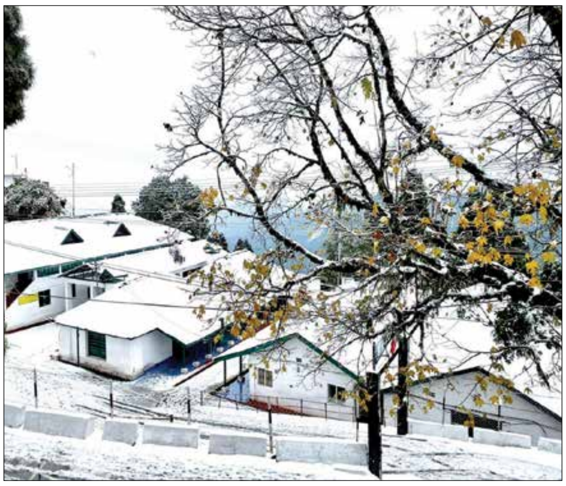

তুশারপাতে ঢাকা দার্জিলিং শহর (ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)।

শিলিগুড়ি পুর নির্বাচনে এবার অশোক-শঙ্কর লড়াই

পুর নির্বাচনে সম্ভবত শঙ্কর ঘোষকেই আগে রাখছে বিজেপি

শঙ্কর ঘোষ

শিলিগুড়ি: ২৭ ডিসেম্বরই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস সাংবাদিক বৈঠক করে ভোটের দিন ঘোষণা করেছেন। ২২ জানুয়ারি শিলিগুড়ি, বিধাননগর, আসানসোল, চন্দননগরে ভোট হচ্ছে। ২৫ জানুয়ারি ভোটের গণনা। শিলিগুড়িতে মোট ৪৭টি ওয়ার্ড, পোলিং স্টেশন ৪২১টি এবং মোট ভোটার ৪,০২,৮৯৫ জন।

শিলিগুড়ির পুরভোটে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির তরফে প্রার্থী হচ্ছেন দলীয় বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন তৃণমূল ত্যাগী বিদায়ী কাউন্সিলর নান্টু পালও। তাঁকে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী করেছে বিজেপি। ২৯ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে করে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি।

এই প্রার্থী তালিকায় শঙ্কর, নান্টু ছাড়াও রয়েছে সদ্য বাম শিবির ত্যাগ করা শালিনীর। পুরবোর্ডের বিদায়ী মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী করেছে দলের সংখ্যালঘু মুখ নুরজাহান আনসারিকে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর শঙ্কর জানিয়েছেন, শিলিগুড়িকে 'মডেল সিটি' তৈরির লক্ষ্যেই লড়াই করবে বিজেপি। তিনি জানান, দলের নির্দেশেই তিনি প্রার্থী হয়েছেন।

আবার অন্যদিকে অনেকে পুরসভার নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে অখুশি কিছু দলীয় নেতা। ২ নম্বর ওয়ার্ডে টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতা প্রদীপ চৌধুরী। তিনি বলেন, "আমাকে টিকিট দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। আমি ২ নম্বর ওয়ার্ডে টিকিট চেয়েছিলাম। আমাকে বিধায়ক বললেন ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে দাঁড়াতে। কিন্তু, কেন আমি ৪৫ নম্বর থেকে প্রার্থী হব! আমি ২ নম্বরেই টিকিট চাই। নয়ত ওই ওয়ার্ডে আমি কাউকে জিততে দেব না।"

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বাম শিবির ছেড়ে বিজেপিতে এসেছিলেন ছিলেন শঙ্কর ঘোষ। তিনি জানিয়েছিলেন, দলে যোগ্য সম্মান না পেয়েই বিজেপিতে যাচ্ছেন। পরে বিধানসভার নির্বাচনে শঙ্কর ঘোষের কাছে পরাজিত হন অশোক ভট্টাচার্য। এরপর পুরভোটে ফের মুখোমুখি হতে চলেছেন দু'জনে।

তাঁর আরও সংযোজন, "এখন বামেদের উত্থানের তো কোনও প্রশ্নই নেই। আগামী কয়েক দশক রাজ্য বা কেন্দ্রে কোনও ভূমিকাই থাকবে না বামেদের। মানুষ এবার প্রথম শিলিগুড়িতে অ-তৃণমূল এবং অ-বাম বোর্ড গঠন করবে। বিজেপিকে আশীর্বাদ করে জিতিয়ে আনবেন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে পদক্ষেপ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকেই।"

রাজনগর দর্পণ

নারায়ণী মুদ্রা: কোচ রাজবংশের রাজকীয় উপাধি 'নারায়ণ' অনুসারে কোচ রাজাদের মুদ্রার নামকরণ করা হয়েছিল 'নারায়ণী'। নেপাল, ভুটান, সিকিম এবং আসাম রাজ্য সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে চুক্তি করার পর ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল এবং রাজস্ব পরিষদ নারায়ণী মুদ্রা গ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সে সময় রংপুর অঞ্চলে সিক্কা, নারায়ণী, পার্সি, আরকোট মুদ্রার প্রচলন ছিল। অবশেষে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের সময় ব্রিটিশ কর্মকর্তারা নারায়ণী মুদ্রার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। এর পরে ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার ব্রিটিশ এজেন্টকে কোচবিহারে টাকশাল বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

চিকিৎসার প্রথম পাইলট প্রোজেক্ট হবে নিউ কোচবিহার স্টেশন

কোচবিহার: ট্রেনে ওঠার আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে এখন থেকে আর কোন চিন্তা নেই। কারণ এবার থেকে স্টেশনই চিকিৎসা করা হবে। এর জন্য এবার থেকে স্টেশন চত্বরেই চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে প্রথম মডেল ও পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে এই প্রকল্পটি নিউ কোচবিহার স্টেশনে চালু হতে চলেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে এধরনের উদ্যোগ সম্ভবত এই প্রথম। এর নাম দেওয়া হয়েছে ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল সার্ভিস। রেলের আধিকারিকেরা চলতি আর্থিক বর্ষেই এই পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দিলীপ

কুমার সিং ১৮ ডিসেম্বর বলেন, স্টেশন এসে কোন সমস্যা হলে চিকিৎসা করাতে যাত্রীদের অন্য কোথায় যাবার প্রয়োজন নেই। প্লাটফর্মেই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাত্রীরা ২৪ ঘণ্টাই এই পরিষেবা পাবেন।

রেল সূত্রের খবর, এতদিন ট্রেনে বা প্লাটফর্মে কোন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে রেলের চিকিৎসকরা এসে তাদের চিকিৎসা করতেন। সেই ব্যবস্থা এখনও চালু রেখেছে রেল। তবে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে প্লাটফর্মের একটি নির্দিষ্ট স্থানে ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস এই সেন্টারে চিকিৎসক, ওষুধপত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ একটি মেডিকেল টিমেরও সেন্টার খোলা হবে। যাত্রীরা এখান থেকে একটি নির্দিষ্ট খরচে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। যাত্রীরা ঠিকমত পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা সে বিষয় রেল নজর রাখবে। আগামীতে নিউ কোচবিহার সহ বেশ কিছু বড় রেল স্টেশনে এই ধরনের ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার খোলা হবে। উল্লেখ্য, নিউ কোচবিহার স্টেশনের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোকরাঝাড়, প্রভৃতি স্টেশনেও এই ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া এই ডিভিশনের কিছু ছোট স্টেশনে রেলের তরফ থেকে আলাদা করে প্লাটফর্মে মেডিকেল সার্ভিস রাখতে চলেছে। যেখানে কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ সহ স্ট্রেচার, হুইলচেয়ার প্রভৃতি রাখা থাকবে।

ওদলাবাড়িতে বেআইনি অস্ত্রের সার্ভিস সেন্টার, ধৃত ২

কোচবিহার: দিনহাটার ওদলাবাড়িতে হদিশ মিলল বেআইনি অস্ত্রের সার্ভিস সেন্টারের। ওকরাবাড়িতে রাস্তার ধারে সেন্টার খুলে এই কাজ চলছিল। সাধারণত বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এনে এই সেন্টারে সার্ভিস ও মেরামত করা হত। এই সার্ভিস সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৮ ডিসেম্বর ঝন্টু হক ও মণিরুল ইসলাম নামে দিনহাটার দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। শনিবার তথা ১৮ ডিসেম্বর কোচবিহার পুলিশ সুপার সুমিত কুমার তাঁর দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই খবর দেন। তিনি বলেন, তদন্ত চলছে। বাকিদেরও শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ১৮ ডিসেম্বর সকালে ওকরাবাড়ি থেকে একটি বাইকে করে ঝন্টু ও মণিরুল কোচবিহারের দিকে আসছিল। বড়ফকিরতকেয়া বাজার এলাকায় দিনহাটার পুলিশ বাইকটিকে আটকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। দুজনের কাছ থেকে একটি ওয়ান শটার সহ পাঁচটি পিস্তল, একটি রিভলভার, চারটি ম্যাগাজিন, ১৪টি ৭.৬৫ এমএম কার্তুজ, একটি ৮ এমএম কার্তুজ এবং ৩৫ বোতল কাফ সিরাপ মেলে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই সার্ভিস সেন্টারটির হদিশ মেলে। এখান থেকে কোচবিহার জেলা তো বটেই, অন্যত্রও আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করা হত। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা বেআইনী অস্ত্র পাচারের পাশাপাশি মাদকের কারবারের সাথেও যুক্ত। এর আগেও ধৃতদের বিরুদ্ধে অসামাজিক কাজের অভিযোগ উঠেছিল। তবে তারা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত কিনা সে ব্যাপারে পুলিশ স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি। তবে এর সঙ্গে যে একটি বড় চক্র জড়িয়ে আছে সে ব্যাপারে তদন্তকারীরা একপ্রকার প্রায় নিশ্চিত।

রাজ্যের মডেল প্রজেক্টের স্বীকৃতি পেল দিনহাটার বনফুল অনলাইন সেন্টার

দিনহাটা: রাজ্যের মডেল প্রজেক্ট হিসেবে গৃহীত হল দিনহাটা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত অনলাইন পরিষেবা কেন্দ্র। জমির খতিয়ান, দাগের তথ্য, জমির চরিত্র বদল ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে গত এক বছর ধরে এই কেন্দ্র থেকে স্বল্পমূল্যের পরিষেবা দেওয়া হয়। এবার রাজ্যস্তরে তাদের কাজকর্ম তুলে ধরা হবে।

কোচবিহার দিনহাটা ১ ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জি আটিয়াবাড়ি গ্রামে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সাহায্যে একটি অনলাইন পরিষেবা কেন্দ্র চালু করে ব্লক প্রশাসন। নাম দেওয়া হয় বনফুল অনলাইন সেন্টার। এটি ছিল রাজ্যের প্রথম এবং একমাত্র মহিলা দ্বারা পরিচালিত জমি সংক্রান্ত অনলাইন পরিষেবা কেন্দ্র। এক বছর ধরে এখন থেকে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দুঃস্থ মহিলা সদস্যদের জমির খতিয়ান, দাগের তথ্য, জমির চরিত্র বদল প্রভৃতি কাজে স্বল্পমূল্যে সাহায্য করা হয়। এবার দিনহাটার এই অনলাইন পরিষেবা কেন্দ্রটিই রাজ্যের মডেল প্রজেক্ট হিসেবে গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় এই মডেল ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এই কেন্দ্রটি চালু করার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১০ জন মহিলাকে এক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর নিজস্ব অফিস ঘরে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। কম্পিউটার, প্রিন্টার সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংঘের নিজস্ব তহবিল থেকে কেনা হয়।

এই কেন্দ্রে পরিষেবা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা জানান, জেলা এবং রাজ্যস্তরে ধাপে ধাপে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা এ কাজ করছি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ব্লক প্রোজেক্ট ম্যানেজার রেজাউল হক বলেন, মূলত একটি গ্রামপঞ্চায়েতে এলাকার প্রায় ৫,০০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যদের দুঃস্থ পরিবারের জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এই কেন্দ্রটি চালু করা হয়।

বেসরকারি বাসগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান

আলিপুরদুয়ার: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার গাড়ির মতো কিছু বেসরকারি গাড়ির মালিক নিজেদের গাড়ি সাজিয়ে রাস্তায় নামিয়েছে, যা দেখে বিভ্রান্তি হচ্ছে বাসযাত্রীরা। এই সব বাসমালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান উত্তরবঙ্গ পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। ২৬ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার থেকে অসমের বঙ্গাইগাও ও ধুবরী রুটে দুটি গাড়ির উদ্বোধন করতে এসেছিলেন পার্থপ্রতিম। সেখানেই বেসরকারী বাস মালিকদের বিরুদ্ধে এমনি গুরুতর অভিযোগ তোলেন পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান এদিন তিনি আরও জানান, খুব শিঘ্রই উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারের পাটনা ও নেপালের কাঠমান্ডু পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার গাড়ি চালান হবে।

রাজবংশী ভাষায় 'বাকুমটা' বই প্রকাশ

কোচবিহার: বঙ্গরত্ন কমলেশ সরকার ২৮ ডিসেম্বর রাজবংশী ভাষায় স্বরচিত 'বাকুমটা' নামে একটি বই প্রকাশ করলেন। এই বইতে তিনি রাজবংশী দের সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, এই বই টি পড়ে রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানা যাবে। তবে বই টি প্রকাশ করবার অনুষ্ঠানে তিনি একরাশ দুঃখও প্রকাশ করেছেন। লেখক কমলেশ বাবু জানিয়েছেন, স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের উত্তরবঙ্গে সেই রকম কোনো প্রকাশনা সংস্থা নেই যারা বই প্রকাশ করতে পারে। আমদের আজও কলকাতার বই প্রকাশনা সংস্থার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের লেখকদের একটি বই প্রকাশ করবার জন্যে প্রচুর কাঠ খড় পোরাতে হয়।

পুরভোটের আগে কোটি টাকা বরাদ্দ করল এসজেডিএ

জলপাইগুড়ি: পুরভোটের আগে জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ করল এসজেডিএ। ২৯ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি পুরসভার নানা এলাকা পরিদর্শন করেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী ও বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা। এদিন সৌরভ চক্রবর্তী জানান, বিধায়ক তহবিলের টাকাও এলাকার উন্নয়নে খরচ করা হবে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় পথবাতি লাগানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানান, এসজেডিএ-র পক্ষ থেকে জলপাইগুড়িতে সাতটি রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। এক কোটি টাকা খরচ করে আরও পাঁচটি রাস্তা তৈরি করা হবে। সব ওয়ার্ডে এলইডি লাইট লাগানোরও পরিকল্পনা রয়েছে। তার জন্য প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মাসকলাইবাড়ি শ্মশানকালী মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের কাজও দ্রুত শুরু হবে।

সৌরভ চক্রবর্তী পরিষ্কার করে দেন যে, উন্নয়ন নিয়ে কোনও রাজনীতি হবে না। তিনি আরও জানান, শাসকদলের কাউন্সিলরদের ওয়ার্ডগুলির পাশাপাশি বিরোধীদের ওয়ার্ডেও উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডেই এসজেডিএ রাস্তা, নিকাশি নালা, কালভার্ট ও পথবাতি লাগানোয় উদ্যোগী হয়েছে। এ দিন ১৫, ১৬, ১৯, ২০ ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু রাস্তা এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাসকলাইবাড়ি শ্মশানকালী মন্দির, শ্মশানঘাট পরিদর্শন করেন সৌরভ চক্রবর্তী। বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা এবিষয়ে বলেন, "পুরসভার যে এলাকাগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ করা জরুরি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা করা হবে"।

কোচবিহারের বইমেলার উদ্বোধন করলেন পরেশ চন্দ্র অধিকারী

কোচবিহার: আগামী ৩রা জানুয়ারি সোমবার পর্যন্ত বই মেলা অনুষ্ঠিত হবে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে। কোভিড পরিস্থিতির জন্য গত দু'বছর বইমেলা অতটা জাকজমক পূর্ণ না হলেও এবছর বই মেলা শুরু হয়েছে মহা সমারোহে।বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী ছাড়াও জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, জেলা সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক উদয়ন গুহ, এন বি এস টি সির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এবছরের মেলায় মোট ৭৫ টি পাবলিশার ১২২ টি স্টল নিয়ে বই মেলায় উপস্থিত হয়েছেন। গত দু'বছরে বই মেলা সেই ভাবে বেচা-কেনা না হলেও এবছর ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট আশাবাদী এই বইমেলা নিয়ে।

এবছর বই মেলা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে কবি অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি সম্মান পুরস্কার দেওয়া হয় কবি নিখিলেশ রায় এবং অমিয়ভূষণ স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয় সাহিত্যিক রাজর্ষি বিশ্বাসকে।

বইমেলা প্রসঙ্গে এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান এবং রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন, কোচবিহারে ১২২টি স্টল ৭৫ প্রকাশনী সংস্থা এবছরের বই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। কোচবিহারের বইমেলার বরাবরই একটা আলাদা নাম রয়েছে, এবারও তার অন্যথা হবে না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও আরো অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবারের বইমেলা সম্পন্ন করা হবে।

ইলেকট্রনিক্স দুনিয়াতে যখন প্রত্যেকের হাতেই মোবাইল রয়েছে যেকোনো বিষয় জানতে অতি দ্রুত গুগোলের মাধ্যমে উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন। সেই পরিস্থিতিতে বর্তমান প্রজন্ম বই থেকে অনেকটাই দূরে চলে আসছে ধীরে ধীরে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বইয়ের গুরুত্ব তুলে ধরতে বইমেলা অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ। পূর্বের এবং পরের সমাজের সমস্ত কিছু জানার এবং তার যোগসূত্র স্থাপন করার একমাত্র মাধ্যম বই।তাই বইমেলার মতো গুরুত্ব বর্তমান সমাজে অপরিসীম বলে মনে করেন সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষ। তারা মনে করেন বইমেলাই হতে পারে একটি বড় মাধ্যম বর্তমান যুব সমাজকে বইয়ের প্রতি আকর্ষণ করার এবং বইয়ের প্রতি ভালোবাসা দেখাবার।

রেকোগনিসড আন-এডড মাদ্রাসা টিচারস অ্যাসোসিয়েশন-এর জেলা সম্মেলন

কোচবিহার: ২৯ ডিসেম্বর কোচবিহারে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেকোগনিসড আন-এডড মাদ্রাসা টিচারস অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রথম বর্ষ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি কমলেশ অধিকারী। কোচবিহার জেলা রেকোগনিসড আন-এডেড মাদ্রাসা কমিটির সম্পাদক ইউনুস আব্দুল্লা সাংবাদিকদের বলেন, আজকের এই সম্মেলন থেকে তারা মুখ্য মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ২৩৫ টি মাদ্রাসা কে অনুমোদন দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীর মাসিক সম্মানিকের ব্যবস্থাও করেছেন। তার ফলে মাদ্রাসাগুলি এবং মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা উপকৃত হয়েছেন। এর পাশাপাশি ইউনুস বাবু বলেন, রাজ্যের আর সকল স্কুল গুলির মতন সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পেলে, এই মাদ্রাসাগুলো আরও উন্নত মানের শিক্ষা দিতে পারবে। তাই তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যাতে এই মাদ্রাসাগুলিকেও সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধার আওতায় আনা হয়।

টুকরো খবর

সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলেন ব্রাত্য বসু

সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলেন শিক্ষামন্ত্রী তথা নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা ব্রাত্য বসু। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী ব্রাত্যকে এ বছরের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর 'মিরজাফর ও অন্যান্য নাটক' গ্রন্থটির জন্য।

ইন্দো-ভুটান সড়কের ভার্চুয়াল উদ্বোধন

ডুয়ার্সের মরাঘাট মোড় থেকে ভুটান সীমান্তবর্তী চামুর্চি পর্যন্ত সড়ক দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। অবশেষে ২৯ ডিসেম্বর দুপুরে সেই ১৬ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পন্ন হল। ভার্চুয়ালি রাস্তাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই নতুন রাস্তা তৈরি করেছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন।

চার পুরনিগমের নির্বাচনের তারিখ

রাজ্যের চারটি পুরনিগমের দিনক্ষণ ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস ঘোষণা করেন, জানুয়ারির ২২ তারিখ ভোট হবে রাজ্যের চারটি পুরনিগম বিধাননগর, চন্দননগর, আসানসোল ও শিলিগুড়িতে।

১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের করোনা টিকাকরণ

১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্যে করোনা টিকাকরণ শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দীর্ঘদিন ধরে দেশ জুড়ে এই দাবি শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হল। আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু করোনার টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া।

মণিপুরে জঙ্গি হামলায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বাড়ি ফিরলেন সুবীর পাল

কোচবিহার: মণিপুরের চুড়াচান্দ্রপুরে জঙ্গি হামলায় মারা গিয়েছিলেন আসাম রাইফেলসের কম্যান্ডিং অফিসার বিপ্লব ত্রিপাঠী তার স্ত্রী ও ছেলে সহ কুইক রেসপন্স টিমের একজন।

সেই দিনের এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলেন কোচবিহারের বিবেকানন্দ স্ট্রিটের বকুলতলার সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দা আসাম রাইফেলস এর ৪৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের হাবিলদার সুবীর পাল। তার স্মৃতিতে এখনো সেই ভয়ানক মুহূর্তের ছবি যেন টাটকা হয়ে আছে সেদিন

তিনিও আচমকা উগ্রপন্থিদের আক্রমণের শিকার হন এবং তার হাতে ও পায়ে গুলি লাগে।

তারপর বেশ কয়েক দিন কেটে গেল এখন তিনি কোচবিহারের বাসভবনে রয়েছেন তবে তিনি এখন কেমন রয়েছেন কি অবস্থায় রয়েছেন তার খোঁজ নিতে ও পৌঁছে গেল পূর্বোত্তরের প্রতিনিধি।

সেদিনের কথা মনে পড়তেই তিনি কেমন যেন চমকে উঠলেন ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন দিনটা ছিল ১২ নভেম্বর ২০২১। আমরা হেডকোয়ার্টারে আউটপোস্টে গভর্নর সিওর সাথে যাই পরের দিন যখন আমরা ফিরে আসছিলাম তখন আমাদের কোম্পানি থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে মনিপুরের চূড়াচান্দ্রপুরে দুষ্কৃতীরা হঠাৎ গোলাগুলি শুরু করে সেখানেই আমাদের সিও স্যার সহ চারজন মারা যান। সেখানেই আমার হাতে ও পায়ে গুলি লাগে। দুষ্কৃতীরা আমার হাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করে সেই আঘাতের কারণে আমার অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। আমাদের জওয়ানরা ও লোকাল পুলিশ সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। এরপর হেলিকপ্টারে করে আমাকে ইম্ফলের শিলা হসপিটালে অপারেশন করিয়ে হাত প্লেট লাগানো হয়। এরপর আরও ভালো চিকিৎসার জন্য দিল্লির আর আর হসপিটালে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়। বর্তমানে ৪২ দিনের বিশ্রামের পর আবার অপারেশন করা হবে।

সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরনে এগিয়ে এলো ভারতীয় রেল

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরে চাহিদা ছিল কম খরচে তীর্থ স্থান দর্শন করার। এর জন্য বিভিন্ন ট্যুর অপারেটরদের কাছে লাগাতার দাবী জানিয়ে আসছিলো পর্যটকদের একটা বড় অংশ। এবার উত্তরবঙ্গের ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সাধ্যের মধ্যে সাধ মেটাতে এগিয়ে এলো আইআরসিটিসি। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ স্থান দর্শনের জন্য চালু হতে চলেছে রামপথ দর্শন ট্রেন। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে আইআরসিটিসি কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি নিউ কোচবিহার থেকে রামপথ দর্শন নামে একটি বিশেষ ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে। ট্রেনটি ময়নাগুড়ি রোড স্টেশন, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, এনজেপি, কাটিহার এই চারটি স্টপেজ দিয়ে তীর্থ যাত্রীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করবে। কেবলমাত্র স্লিপার ক্লাসে ভ্রমন হবে। এরজন্য প্রত্যেক যাত্রী মাথা পিছু ৮৫০৫/- টাকা করে ধার্য করা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

ট্রেনটি কাঠিহার ছাড়বার পর বারাণসীর কাশি, অযোধ্যার রামের জন্মভূমি, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, রাম ও লক্ষম ঝোলা, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগরাজ দর্শণ করার ব্যবস্থা থাকছে। মোট আটদিন, নয় রাত্রির এই ট্রেন যাত্রা।

এবিষয়ে পর্যটন ব্যবসায়ী অলোক চক্রবর্তী বলেন, আমাদের কাছে বয়স্ক পর্যটকদের একটা বড় অংশ প্রায়শই কম খরচে তীর্থ যাত্রার জন্য খোঁজ খবর নিতো। এবার ভারতীয় রেলের এই ধরনের উদ্যোগ নেবার ফলে সেইসব মানুষজনের চাহিদা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করছি।

সংঘাত এড়াতে ৪০ হাজার গাছ লাগাচ্ছে বনদপ্তর

শামুকতলা: বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাত দিনপ্রতিদিন বেড়েই চলছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নাজেহাল হচ্ছেন বনকর্মীরা। প্রাথমিক কারণ হিসেবে জঙ্গলের খাদ্য সঙ্কটকেই চিহ্নত করেছেন পরিবেশ প্রেমী এবং বনদপ্তরের কর্তারা। এবার এই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে বনদপ্তর। জঙ্গলে খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্তারা। এ বছর বক্সার জঙ্গলে ৪০ হাজার বিভিন্ন ফলের চারা গাছ লাগিয়েছে বনদপ্তর। আগামী বছর আরও ৫০ হাজার ফলের গাছ লাগানোর টার্গেট নিয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিভিন্ন নার্সারিতে বিপুল সংখ্যক ফলের চারা গাছ তৈরি এবং পরিচর্যা শুরু হয়েছে।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শুভায়ু সাহা জানিয়েছেন, বনাঞ্চলের গভীরে হাতির প্রিয় বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস লাগানো হচ্ছে। সঙ্গে প্রচুর ফলের গাছও লাগানো হচ্ছে। জঙ্গলেই যাতে হাতি তার পছন্দের খাবার খুঁজে পায় তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বনকর্তারা জানিয়েছেন, বিভিন্ন নার্সারিতে তৈরি করা চারাগাছ গুলি জঙ্গলের ফাঁকা জায়গা গুলিতে লাগানো হবে। চারাগাছের তালিকায় রয়েছে কাঁঠাল, চালতা, জাম, বাতাবিলেবুর মত গাছ। এই চারাগাছগুলি কার্তিকা, ময়নাবাড়ি, রাজাভাতখাওয়া, পানবাড়ি, হাতিপোঁতা, রায়ডাক প্রভৃতি বনাঞ্চলে লাগানো হচ্ছে।

উল্লখ্য, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তি, চা বাগান সহ বিভিন্ন গ্রামে সারা বছর বুনো হাতির হানা লেগে থাকে। খেতের ফসল নষ্ট করে। ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেয় এমনকি হাতির হানায় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। তাই হাতিমানুষের এই সংঘাত এড়াতে গোটা বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে উদ্যোগী হয়েছে বনদপ্তর।

দার্জিলিংয়ে তুষারপাত আটকে বহু পর্যটক

দার্জিলিং: বড়দিনের পর থেকেই কলকাতায় যখন পারদ উর্ধ্বমুখী, উত্তরে দার্জিলিং পাহাড়ের শুরু হয়ে গিয়েছে তুষারপাত। তুষারপাত দেখতে পেয়ে উচ্ছসিত পর্যটকরা। সাদা বরফের চাদরে মোড়া সান্দাকফু ও টাইগার হিল দেখে আবেগে ভাসছেন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকেরা।

চারপাশ শুধুই সাদা আর সাদা! রাস্তাজুড়ে পরেছে পুরু বরফের আস্তরণ। চলবে এর জেরে পাহাড়ে বন্ধ গাড়ি চলাচল। তাই প্রচুর পর্যটক আটকে রয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রয়াত হলেন কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ প্রসেনজিৎ বর্মন

কোচবিহার: গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কোচবিহার এম জে এন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সিসিইউ-তে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রাক্তন সাংসদ(রাজ্যসভা) ও প্রাক্তন বিধায়ক প্রসেনজিৎ বর্মন।

মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। সম্প্রতি তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। কিছুদিন আগেই তাকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছিল। সেখানে চলছিল তার চিকিৎসা। সেখানে সুস্থ হয়ে ওঠার পর ফের কোচবিহারে নিয়ে আসা হয় তার বাড়িতে। কিন্তু হঠাৎ নতুন করে অসুস্থ হওয়ায় তাকে তড়িঘড়ি কোচবিহার এম জে এন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই সিসিইউ বিভাগে চলছিল তার চিকিৎসা।

তিনি একদিকে যেমন ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তেমনি প্রাক্তন বিধায়ক। পাশাপাশি রাজবংশী ভাষায় একাডেমীর প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। কোচবিহার জেলার অন্যতম বর্ষিয়ান আইনজীবী হিসেবেও তার অবদান অতুলনীয়। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে কাজ করে গিয়েছেন দীর্ঘ সময়। তাকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় কোচবিহার জেলা তৃণমূল এর চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব শোক প্রকাশ করেছেন। অনেকেই বলেন, কোচবিহার জেলার রাজনীতিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আবার অনেকেই বলেন তারা অভিভাবকহীন হয়ে পড়লেন। পরিবারের পাশে থেকে সমবেদনা জানাতে জেলার উচ্চ স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত হন তার বাড়িতে।

মাতৃভাষা ভাষা সংরক্ষণে উদ্যোগী টোটো জনজাতি

শিলিগুড়ি: উত্তরের এক আদিম জনজাতি হল টোটো। প্রধানত আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকে ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে টোটো জনজাতির মানুষগুলি বসবাস করেন। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১,৬৬২। এই টোটো জনজাতির মাতৃভাষা 'ইয়াওয়া' ভাষাটিকে সংরক্ষণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের দ্বারস্থ হল টোটো কল্যাণ সমিতি। এই নিয়ে টোটোপাড়ায় ভবেশ টোটোর বাড়িতে টোটো কল্যাণ সমিতির সঙ্গে বৈঠক করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য বিজয়চন্দ্র বর্মন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রূপচাঁদ টোটো, অপরেশ সাহা, কৃষ্ণ বর্মন সহ অনেকে।

টোটোসমাজ তাঁদের ভাষা সংরক্ষণে বিজয়বাবুর দ্বারা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য বিজয়চন্দ্র বর্মন টোটো ভাষা ও লিপি সংরক্ষণের আশ্বাস দিয়েছেন। বিজয়চন্দ্র বর্মনের কথায়, ওঁদের কাছ থেকে এ বিষয়ে লিখিত প্রস্তাব পেলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব"। টোটোসমাজের কাইজি বা সমাজগুরু ইন্দ্রজিৎ টোটো জানান, বর্তমান টোটোসমাজের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভাষা যাতে ভুলে না যায়। তার জন্য নিজেদের ইয়াওয়া ভাষাতেই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন। টোটোসমাজের লোকেরা তাদের ভাষার গল্প ও কাহিনীগুলো বাংলা না ইংরেজি কোন ভাষার লিপিতে লিখে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে, সেবিষয়ে এখনও দ্বিধায় রয়েছেন।

টোটো ছেলে-মেয়েরা টোটোপাড়াতে, জেলা বা জেলার বাইরে অন্যত্র অনেক টোটো ছেলেমেয়েরাই বাংলা, ইংরেজিমাধ্যমের স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে। তবে তা হলেও নিজেরা বাড়িতে বা গ্রামে নিজেদের টোটো ভাষাতেই কথা বলেন। টোটো পাড়ার ধনীরাম টোটো বাংলা ভাষাতেই টোটোদের বিভিন্ন উপকথা, গল্প, ঘটনা, পূর্বপুরুষের অতীত কাহিনী লিখে আসছেন। সম্প্রতি, ধনুয়া টোটো কাহিনী নামে একটি উপন্যাস বাংলা ভাষাতেই লিখেছেন। এই ধনীরামবাবুই নিজের উদ্যোগে ইয়াওয়া ভাষার ৩৩টি বর্ণ এবং ৩৫০টি শব্দ তৈরি করেছেন। স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য ও রাজবংশী ভাষা আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত বিজয়চন্দ্র বর্মন বলেন, "টোটোদের যেহেতু নিজস্ব লিপি নেই তাই টোটো গল্প, কাহিনী, উপন্যাসকে যদি বাংলা ভাষায় বা অন্য ভাষার বর্ণমালা ব্যবহার করে টোটো ভাষার উচ্চারণকেই তুলে ধরা হয় তাহলেও টোটো ভাষাকে রক্ষা করা সম্ভব"।

ফাঁসিদেওয়ায় উদযাপন করা হল বাউল উৎসব

ফাঁসিদেওয়া: ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগর শ্মশানকালীর মন্দিরের মাঠে ১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর তিনদিনব্যাপী বাউল উৎসব উদযাপন করা হল। আয়োজক কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এই উৎসবের সূচনা করেন। প্রতি বছরের মতো এবছরও বাউলগানের পাশাপাশি মেলারও আয়োজন করা হয়েছিল। এলাকার বাসিন্দারা এই উৎসবের জন্য সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন।

এ বছর ৮ জন শিল্পীর ৪টি দলের বাউল আসর করা হয়। উদ্বোধনী বাউলের আসরে কালীপদ গোস্বামী এবং শিখা মজুমদারের দল বাউন পরিবেশন করে। রাতে শ্বেতবাহন দাস এবং ধীমান পালের দলের অনুষ্ঠান হয়। উৎসব আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, মেলা প্রাঙ্গণে ৫০ জন দুঃস্থকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে এবং মেলায় আসা লোকেদের খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছিল।

সম্পাদকীয়

ওমিক্রন আটকাতে পারবে রাজ্য!

করোনাভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট নতুন করে বিশ্ব জুড়ে আতঙ্ক তৈরি করছে। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন থেকে যেই পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে গত কয়েকদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না চলে যায় তার জন্য একগুচ্ছ নির্দেশ দিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। এমনকি করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রোজ বৈঠকও করছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, রেপিড টেস্টের বদলে আরটিপিসিআর-এ জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে প্রশাসনিক পর্যায়ে করোনা নিয়ে করোনার তৃতীয় ঢেউ আটকাতে চেষ্টা চালালেও জন সচেতনতার অভাবে সেটা বিফলের দিকেই যাচ্ছে। যদিও প্রশাসনিক দিক থেকে একগুচ্ছ নির্দেশাবলি জারি করা হলেও সেই সব নির্দেশাবলিগুলি বাস্তবায়নে রয়েছে ইতিবাচক মনোভাবের অভাব। রাজ্যজুড়ে ২৫ ডিসেম্বরের বড়দিন পালনের ভিড়ভাট্টাই রাজ্যের জনগনের করোনাভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব এবং প্রশাসনিক বিফলতার এক মিলিত উদাহরণ। তবে এর পরেও হতে চলেছে রাজ্যের চার শহর- বিধাননগর, চন্দননগর, আসানসোল এবং শিলিগুড়ি পুরসভায় ভোট। এসবের মধ্যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, করোনা সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ অল্প সময়ের মধ্যেই আছড়ে পড়তে পারে রাজ্যে। তখন দৈনিক করোনাভাইরাস-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩০-৩৫ হাজার ছুঁতে পারে। তাই এখন প্রয়োজন করোনা রুখতে প্রশাসনিক নির্দেশাবলিগুলির সঠিক বাস্তবায়নের সঙ্গে জনগনের মিলিত সহযোগিতা।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক : সন্দীপন পণ্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক : মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক : রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার : সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক : রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক : বিমান সরকার

কবিতা

চলে যাবার পর

মৌমিতা মোদক

পিপীলিকার বাসা বানিয়ে লুকিয়ে রইব মাটির নীচে,
মিসিং ডাইরি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন
দিয়ে ও হদিস পাবে না।
আমার জন্য এক কোটি ব্যস্ত হলেও পাবে না আমায়
তখন,
কোটি কোটি বার কাঁদলেও আর পাবে না।
তোমার নিদ্রাহীন রাত গুলো তখন হয়ে যাবে তোমার
কাছে কয়েক হাজার কোটি বছর।
এক একটি ভাতের দানা হয়ে যাবে এক একটা বিশ্বাস
ভাঙ্গার গল্প।
মনে পড়বে সব তোমার – ঠিক পড়বে।
তোমার মনে বাবুই পাখির খালি বাসা টা
শিষ দিয়ে জানান দেবে
যাও যাও আরো প্রবন্চক হও।

প্রবন্ধ

মুখোশের খেলা

....ড. দেবানী লাহা (মল্লিক)

“সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।”

এই কথাটার সঙ্গে আমরা কম বেশী সকলেই পরিচিত। সুন্দর মুখ বলতে আমরা আপাতদৃষ্টিতে যা বুঝি তা কি আদৌ সুন্দর? অনেকেই বলবেন ঈশ্বর যার মুখশ্রী সুন্দর করে পাঠিয়েছেন তাকে সুন্দরই তো বলব। এখন প্রশ্ন হল মুখের শ্রী বলতে কি বোঝায়? আজকাল অতি আধুনিক যুগে নিমেষের মধ্যে যন্ত্রের সৌজন্যে সকলেই সুন্দর হয়ে ওঠে।সেই মেকী ছবি দেখতে- দেখতে বেশীরভাগ মানুষ একপ্রকার আত্মরতি লাভ করে। কেবল নিজেকে ভালবাসা বা নার্সিসিজম!নিজের সাজানো মিথ্যে মুখের মুখোশটা সকলের সামনে তুলে ধরার এক নেশা পেয়ে বসেছে যেন আমাদের!কিছুতেই আসল আমিটাকে, সত্যিকারের মুখটাকে কারো সামনে দেখাতে চাইছি না আমরা। কিন্তু এই মেকী মুখোশের আড়ালে সত্যিই কি মুখটাকে লুকিয়ে রাখা যায়?

কেন আমরা আসল মুখটাকে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখছি?অন্য মানুষের কাছে মহান হবার, মহৎ হবার চেষ্টা করছি? আসলে আমরা ভুলে যাচ্ছি এইভাবে মহান বা মহৎ সাজা যায় না। কথায় বলে- “যা চকচক করে তাইই সোনা নয়।”

আমরা চকচকে জিনিসকে সোনা ভেবে ভুল করি মাত্র। গিল্টি করা গয়নার রঙ উঠে দুদিন বাদে যেমন সে গয়নার আসল চেহারাটা বেরিয়ে যায়, তেমনি সময়ে মানুষের মিথ্যে সাজানো মুখোশটা ছিঁড়ে আসল মুখের চেহারাও বেরিয়ে পড়ে।

মুখোশ কি? নিজেকে ভালো প্রমাণ করার জন্য, নিজেকে সততার প্রতীক রূপে তুলে ধরার জন্য যে ছলা- কলা, মিথ্যে অভিনয়, স্বার্থপরতা দিয়ে নিজেকে মুড়ে ফেলি আমরা, অন্য মানুষদের ভাবনার অভিমুখ ঘুরিয়ে দিই, তাই হল মুখোশ। এই মুখোশ অনেক সময়ই অনেক মুখোশহীন সরল, বিশ্বস্ত মানুষদের ধোঁকা দেয়। তারা যন্ত্রণা পায়, দুঃখ পায়!তাদের কাছে জীবনটা দুর্বিষহ বলে মনে হয়। তখন তারাও কিন্তু সে দুঃখগুলোকে মিথ্যে হাসির আড়ালে লুকিয়ে ফেলতে চায়।

তাহলে আমরা বলতে পারি একজন মুখোশ পরে অন্যজনকে ঠকায় আর অপর পক্ষ মুখোশ পরে তার ঠকে যাওয়ার যন্ত্রণাটা আড়াল করে। এই হল মুখ আর মুখোশের খেলা। তাই অনেক সময়ই আমরা যেসব সুন্দর মুখ দেখে বিভ্রান্ত হই তেমনই তা যে মেকী মুখোশের কারিগরী তা বুঝতে অনেক সময় লেগে যায়।

বর্তমান যুগ হল এই মুখ আর মুখোশের দ্বন্দ্বের যুগ।একটা খুব সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়। ফেসবুক বা মুখবইয়ের দৌলতে এখন আমাদের অসংখ্য বন্ধু। যারা বেশীর ভাগই তাদের কদর্য মুখটা সুন্দর মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। তারা যখন হাজার-হাজার লাইক কমেন্টস করে তখন মনে হয় সত্যি এমন বন্ধু হয়তো আর কোথাও পাওয়া যাবেনা। কিন্তু যখন সত্যিকার প্রয়োজন হয় তখন মুখোশ ছিঁড়ে সেইসব বন্ধুদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। চাণক্য শ্লোকে আমরা পড়েছি- “মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্।”

মুখে মিষ্টি-মিষ্টি কথা আর মুখোশের আড়ালে মনের ভেতর লুকিয়ে থাকে বিষাক্ত মনটা। এই বিষাক্ত মন আসলে ধ্বংস ডেকে আনে। মানবতার ধ্বংস,মানুষের সাথে মানুষের সুন্দর সম্পর্কের ধ্বংস, মঙ্গল চিন্তার ধ্বংস। আজকাল এই মুখ আর মুখোশের বেড়াজালে আমরা নিমেষে জড়িয়ে পড়ি। সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে জীবন থেকে শুভবোধ হারিয়ে যায়।

আজকাল আমরা মুখগুলোকে কর্পোরেট সৌজন্যতার মুখোশে ঢেকে ফেলেছি। এখন মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে সেই অমোঘ উক্তি- “পৃথিবীর সমস্ত মানবিক সম্পর্কই অর্থমূল্যে বিচার্য।”

কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগে। মনে হয় এমন আবার হয় নাকি? হয়, হয়- লোভ, ক্ষমতা, অর্থ মানুষের মানবিক মুখগুলোকে, রক্তের সম্পর্কগুলোকেও কালিমালিপ্ত করতেও পিছপা হয়না।

আবার উল্টোদিক থেকে দেখলে এই জীবনেই মুখোশের আড়াল থেকে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল এক একটা সত্যিকার সুন্দর মুখ আমরা অনেকসময় খুঁজে পাই। আর যারা পায় তারা অতি ভাগ্যবান। সেই সুন্দর মুখকে স্নেহ, ভালবাসা, বিশ্বাসের মুখোশে সারাজীবন যেন ঢেকে রাখা যায় সেই প্রচেষ্টাই করা উচিত।

পরিশেষে বলা যায় আমাদের মন আর মুখ যতদিন না আমরা এক করতে পারবো ততদিন মিথ্যে মুখোশের মায়ায় ব্যর্থ হবে জীবনের আসল উদ্দেশ্য। তা না হলে আমরা মানুষের হৃদয়ে কোনো দাগ রেখে যেতে পারব না।

হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, ক্ষমতার লোভ, দম্ভ এসব নীচতাই লুকিয়ে থাকে আজকাল মুখোশের আড়ালে। সেই সত্য, শিব, সুন্দরের মঙ্গলময় মুখটি বিষাদের কালো ধোঁওয়ায়, মিথ্যার ঘন কুয়াশায় আজ আচ্ছন্ন। সেই সরলতা দিয়ে গড়া মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা শিশুটা কোথায় যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানিনা। মেকী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর দেখনদারির জগতে সেই নিষ্পাপ সরল ভালবাসা মাখা মুখটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাই আমরা সকলেই সব মেকী মুখোশ ছিঁড়ে সত্যিকার সুন্দর মুখ খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না কিছুতেই। মুখ আর মুখোশের গোলকধাঁধায় কেবলই ঘুরছি।

গল্প

বিয়েবাড়ি

....শ্রেয়শী চ্যাটার্জী

পড়ন্ত বিকেলে, সূর্য প্রায় নদীর বক্ষে ঢলে পড়েছে, আকাশ হলদে-লাল ছটায় ভরে গিয়েছে যেন কোনো এক পাড়াগাঁয়ের মেয়ের সবে মাত্র বিবাহ সম্পন্ন হয়ে এই প্রথম কপাল থেকে নাকের ডগায় সিঁদুর গড়িয়ে পড়ল। আর আকাশের সেই মেঘগুলো যেন কোনো এক সদ্য স্নান সেরে আসা কিশোরীর ঘন কেশ।

সেদিন ছিলো শ্রাবণ মাসের কোনো এক মঙ্গলবার, গ্রামের এক খানিক উন্নত পাড়ায় ভালোই সম্পদবান কোনো এক বাড়ির সবচেয়ে প্রিয় পুত্রের বিয়ে, বেশ জাঁক জমকভাবে সমস্ত কাজ সম্পাদন করা হচ্ছিলো, রান্নার ঠাকুর ছিলো উড়িষ্যার থেকে ভাড়া করা, নানারকমের মিষ্টির, সরবতের সমাহার ছিলো সেইখানে। কোনো আয়োজনে কোনোপ্রকার খামতি ছিলো না। অতো বড়ো বিয়েবাড়ি তার ওপর আবার অত আয়োজন। শয় শয় মানুষের ভিড়,আত্মীয়স্বজনদের হই-হল্লা পুরো বাড়িকে বেষ্ঠন করে রেখেছিলো। সময় বাইতে থাকলো ভিড় বাড়তে থাকলো। তাড়াহুড়ো শুরু হয়ে গেল বিয়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে।

হঠাৎই বাইরের বড়ো গেটের ভেতর দিয়ে একজনকে প্রবেশ করতে দেখা গেল, দেখে মনে হচ্ছিল সে হয়ত অন্য কোনো প্রাণী। দূরত্ব খানিকটা কমলো তখন সামনে থাকা লোকজন বুঝতে পারলো সে আসলে মানুষই। কিন্তু তার শারীরিক গঠন এতটাই অদ্ভুত ছিলো যে তাকে দেখে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিলো।

সেই শিশুটি খুব দুর্বল ছিলো, হাতে প্রায় জোর ছিলো না বললেই চলে,সে এতটা পথ কিভাবে হেঁটে আসলো সেটা সত্যিই ভাবার বিষয়। বিয়ে বাড়ির কোনো এক সহৃদয় ব্যক্তি তাকে একটু জল দিয়ে বসতে বললো। সেই লিকলিকে, হাড্ডির ওপর চামড়া বসনো শিশুটিকে চারিদিকের সব সুস্বাদু খাবারের গন্ধ আঁচড় কাটছিলো। অদৃশ্য ছিলো সেই আঁচড়ের দাগগুলো। শিশুটি সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নির্লজ্জ হয়ে তীব্র আওয়াজে বলেই উঠলো- “আমাকে একটু খাবার দাও,এসব গন্ধ আর সহ্য করতে পারছি না আমি”।

এরই মধ্যে যার বিয়ে সে এসে হাজির হয়েছে,তার নাম নবীন। বাড়ির সবার আদরে সে বাঁদর হয়ে উঠেছে। বরাবরই সে বদমেজাজী স্বভাবের, স্বার্থপরও প্রচুর। সে এত জটলা দেখে শিশুটির কাছে আসলো, শিশুটি এবার ক্লান্ত হয়ে মৃদু স্বরে বলে উঠলো,- “আমাকে একটু খাবার দাও নাহ!”

শিশুটির কথাটা পুরোপুরি শেষ হতে না হতেই নবীন তার দিকে তেড়ে গিয়ে তার গায়ে হাত তুললো, আর প্রবল গালিগালাচ করলো, ভদ্রবাড়ির কোনো লক্ষনই তার মধ্যে দেখা গেল না, তাকে দেখে মনে হলো চওড়া ফুটপাতে বসবাসকারী লোকজন হঠাৎ খাবার পেলে যেমন মারামারি করে একে অপরের সাথে ঠিক সেইরকম মারামারিতে সে লিপ্ত হচ্ছে। সে শিশুটিকে ধাক্কা মেরে বের করে দেবে এমন সময়ই বাড়ির কর্তা হাজির হলো, তিনি নবীনের এরূপ আচরণে অনেকটা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেই ফেললেন।

“আজ যদি তোমাকেও আমি রাস্তার থেকে তুলে না এনে রেখে দিতাম ওখানে তোমারও এই অবস্থাই হতো”

কথাটা শুনে বিয়েবাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেল, এত বছর ধরে কষ্ট করে, নানা ফন্দী এঁটে রাখা কথাটা এক পলকে সকলের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল, যেন কথাটা আর বদ্ধ কুঠুরিতে থাকতে পারছিলো নাহ্!

শিলিগুড়িতে প্রথম স্টোর খুলেছে টাটা স্টারবাক্স

শিলিগুড়ি: টাটা স্টারবাক্স প্রাইভেট লিমিটেড শিলিগুড়িতে নিয়ে এসেছে তাদের প্রথম স্টোর। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার পরে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় শহর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শিলিগুড়িতে উত্তরায়ণ টাউনশিপ মাটিগাড়ায় অবস্থিত সিটি সেন্টার মলে স্টোরটি খোলা হয়েছে যেখানে গ্রাহকরা একটি উষ্ণ এবং স্বাগত পরিবেশে স্টারবাক্স সিগনেচারের খাবার এবং পানীয়ের বিকল্পগুলির একটি পরিসীমা উপভোগ করতে পারবেন।

শিলিগুড়ি স্টোরের নকশা চা ফার্মের ল্যান্ডস্কেপ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। স্টারবাক্স এছাড়াও মাই স্টারবাক্স রিয়ার্ডস লয়্যালটি প্রোগ্রাম নিয়ে আসবে যা পুরস্কার এবং ব্যক্তিগতকৃত সুবিধা প্রদান করবে। স্টারবাকস অক্টোবর ২০১২ সালে টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর সাথে ৫০ শতাংশ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করেছিল এবং বর্তমানে ২০০০-এরও বেশি কর্মচারীর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ২২টি শহরে ২৪৪টি স্টোর পরিচালনা করছে। টাটা স্টারবাক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সিইও শ্রী সুশান্ত দাশ বলেছেন, "এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটি মুহূর্ত এবং আমরা এই প্রাণবন্ত শহর শিলিগুড়িতে আইকনিক স্টারবাক্সের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত।"

টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স

শিলিগুড়ি: 'ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েটেড নিউ বিজনেস প্রিমিয়াম'-এর (আইডব্লিউএনবিপি) নিরিখে দেশের অন্যতম অগ্রণী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এইচ১এফওয়াই২২ সময়কালের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। এফওয়াই২২-এ এই কোম্পানির আইডব্লিউএনবিপি আয় হয়েছে ১৫৯৩ কোটি টাকা, যা এইচ১এফওয়াই২১-এর ১২৮০ কোটি টাকার তুলনায় ২৪.৫ শতাংশ বেশি। কিউ২এফওয়াই২২-এ আইডব্লিউএনবিপি বৃদ্ধি হয়েছে কিউ২এফওয়াই২১-এর (৭৪১ কোটি টাকা) থেকে আরও বেশি (১০২৭ কোটি টাকা)।

২০২১-এর সেপ্টেম্বরে প্রাইভেট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলির মধ্যে টাটা এআইএ লাইফ সর্বাধিক 'রিটেল সাম অ্যাসিয়োর্ড' অর্জন করেছে। বর্তমান অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে 'টোটাল প্রিমিয়াম ইনকাম' বেড়ে হয়েছে ৫২৫৫ কোটি টাকা অর্থাৎ এইচ১এফওয়াই২১-এর ৪২৬৯ কোটি টাকার তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি। একইসময়কালে 'টোটাল রিনিউয়াল প্রিমিয়াম ইনকাম' ২৬৫৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৭৫ কোটি টাকা হয়েছে। 'টোটাল অ্যাসেটস আন্ডার ম্যানেজমেন্ট' (এইউএম) ৩৮ শতাংশ বেড়েছে এইচ১এফওয়াই২২-এ, যা এইচ১এফওয়াই২১-এর ৩৭৪০৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৭০৪ কোটি টাকা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই কোম্পানি 'ইন্ডাস্ট্রি-লিডিং ফান্ড পার্ফর্ম্যান্স' প্রদর্শন করে চলেছে। ২০২১-এর ৩১ মার্চ অবধি টাটা এআইএ লাইফের এইউএম ৪-স্টার বা ৫-স্টার নির্ণীত হয়েছে ৫ বছরের রেটিংয়ের ভিত্তিতে। এই সময়কালে এইসব অ্যাসেট ৫-স্টার নির্ণীত হয়েছে মর্নিংস্টার কর্তৃক।

ক্যামন ১৮-র প্রথম স্মার্ট ফোন লঞ্চ

শিলিগুড়ি: টেকনো গ্লোবাল প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড তার জনপ্রিয় ক্যামেরা-কেন্দ্রিক ক্যামন সিরিজ ক্যামন ১৮ থেকে সেগমেন্টের প্রথম স্মার্ট ফোন লঞ্চ করল। ক্যামনের এই স্মার্টফোনটিতে উচ্চতর ক্যামেরা পিক্সেল, আই অটোফোকাস এবং TAIVOS সুপার নাইট প্রযুক্তি থাকায় পেশাদার ভিডিও শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

টেকনো ক্যামন ১৮ হল সাব-১৫কে সেগমেন্টের প্রথম এবং একমাত্র স্মার্টফোন যা প্রথম ৪৮এমপি এআই ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং একটি ৪৮এমপি এআই ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরার সংমিশ্রণে ভিডিওগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফি ক্যামেরার ক্ষমতা প্রদান করে। ক্যামন ১৮ একটি ৬.৮ এফএইচডি+ ডট-ইন ডিসপ্লে দেখায়। এছাড়া এতে ৭জিবি RAM ভার্চুয়াল মেমরি এক্সটেনশন সহ মিডিয়াটেক হিলিও জি৮৫ প্রসেসর রয়েছে যা এটিকে একটি নিখুঁত ডিভাইস করে তোলে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে এই ক্যামেরাটি ৫০কে+ খুচরা টাচপয়েন্টয় প্যান ইন্ডিয়া জুড়ে পাওয়া যাবে। ট্রান্সসিশন ইন্ডিয়ার সিইও অরিজিৎ তলাপাত্র বলেন, ব্র্যান্ড টেকনো ইতিমধ্যেই সাব-১০কে সেগমেন্টে শক্তিশালী গত দুই প্রান্তিকে শীর্ষ ৫ স্মার্টফোনের মধ্যে রয়েছে। সর্বশেষ ক্যামন সিরিজের স্মার্টফোনগুলির পাশাপাশি ব্র্যান্ডটি ১০কে এবং তার উপরেও সেগমেন্টেও ফোকাস বাড়াতে থাকে।

ডিজিটাল পেমেন্টের সুরক্ষায় টোকেনাইজেশন

শিলিগুড়ি: দেশে ক্রমবর্ধমান সাইবার ও আর্থিক জালিয়াতি রুখতে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) ২০২১-এর সেপ্টেম্বর মাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুসারে পেমেন্ট নেটওয়ার্ক ও ইস্যুয়ার ব্যাংকগুলিকে টোকেন সার্ভিস প্রোভাইডার (টিএসপি) হিসেবে ই-কমার্স মার্চেন্ট ও পেমেন্ট এগ্রিগেটরদের জন্য কার্ড টোকেনাইজেশন সার্ভিস চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

টোকেনাইজেশন হল এমন একটি পন্থা যা কার্ড নম্বরের পরিবর্তে টোকেন প্রদান করে, যা কিনা একটি ভার্চুয়াল নম্বর এবং কোনও মার্চেন্টের জন্য নির্দিষ্ট। যখন কোনও গ্রাহক মার্চেন্ট অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে লগ-ইন করেন (যেখানে তাদের কার্ডের তথ্য জমা রয়েছে), তখন তারা শুধু কার্ড নম্বরের শেষের ৪টি সংখ্যা দেখতে পান। টিএসপি'রা ওই কার্ড নম্বরকে টোকেনে পরিবর্তন করে, যাতে কার্ডের তথ্যাবলী ইস্যুয়ার ব্যাংক ও নেটওয়ার্ক ছাড়া ভ্যালু চেইনের কোথাও জমা না থাকতে পারে। এই পদ্ধতিতে কার্ডভিত্তিক লেনদেন নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। টোকেনাইজেশন প্রক্রিয়া গ্রাহক-সম্মতি ভিত্তিক এবং 'অ্যাডিশনাল ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন'-এর মাধ্যমে বৈধতা পায়।

যেসব গ্রাহকের কার্ড সংক্রান্ত তথ্যাবলী একাধিক ই-কমার্স মার্চেন্টের কাছে জমা রয়েছে, তাদের কার্ডের তথ্য টোকেনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে আরবিআই দ্বারা নির্দিষ্ট শেষ তারিখের আগে লেনদেন করলে। ডেডলাইনের পর গ্রাহককে মাত্র একবার তথ্য নথিবদ্ধ করতে হবে টোকেনে পরিণত করার জন্য। যেসব গ্রাহক প্রথমবার ই-কমার্স অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে তাদের কার্ডের তথ্য ব্যবহার করবেন, তাদের জন্য আরবিআই 'অ্যাডিশনাল ফ্যাক্টর অফ অথেন্টিকেশন'সহ সম্মতি প্রদানের সুবিধা দিয়েছে।

ভারতে অ্যামওয়ের বৃদ্ধি অব্যাহত

শিলিগুড়ি: বিশ্বের ১ নম্বর ডিরেক্ট সেলিং কোম্পানি অ্যামওয়ে ভারতে তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগীদের সঙ্গে নিয়ে নিজস্ব নিউট্রিশন ও ওয়েলনেস পোর্টফোলিওর সহায়তায় বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। এরপর বৃদ্ধিকে পরবর্তী ধাপে নেওয়ার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছেন অ্যামওয়ের গ্লোবাল সিইও মিলিন্দ পন্ত। এন্টারপ্রিনারশিপকে গুরুত্ব দিয়ে এবং 'হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস' ক্যাটাগরির দিকে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি রেখে অ্যামওয়ে ২০২৪ সালের মধ্যে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে, যা দিয়ে 'ইনোভেশন অ্যান্ড সায়েন্স', ডিজিটাল টেকনোলজি এবং এন্টারপ্রিনারশিপের উন্নতিসাধন করা হবে। ইতিমধ্যে ভারতে 'রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট', ম্যানুফ্যাকচারিং অটোমেশন, 'ইনোভেশন অ্যান্ড সায়েন্স' এবং 'ডিজিটাল ক্যাপাবিলিটি'কে মজবুত করার জন্য ২০ মিলিয়ন ডলার (১৭০ কোটি টাকা) বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে অ্যামওয়ে।

অ্যামওয়ের গ্লোবাল সিইও মিলিন্দ পন্ত জানান, বিশ্বজুড়ে অ্যামওয়ের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নজর নিবদ্ধ রয়েছে 'হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস' ও এন্টারপ্রিনারশিপের দিকে। এন্টারপ্রিনারদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে 'অল-ইনক্লুসিভ বিজনেস অপর্চুনিটি' আরও ১০ গুণ সহজ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে, যাতে বিশেষকরে মহিলা ও তরুণসমাজ তাদের ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হন।

'হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন' ক্ষেত্রের গ্লোবাল লিডার হিসেবে ২০২৪ সাল নাগাদ অ্যামওয়ে তাদের গ্লোবাল কন্ট্রিবিউশন ৬৫ শতাংশ করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য, অ্যামওয়ের গ্লোবাল সিইও মিলিন্দ পন্ত কোম্পানির সার্বিক নেতৃত্বে এসেছেন ২০১৯ সালে। তিনিই অ্যামওয়ের প্রথম নন-ফ্যামিলি সিইও, যিনি 'লার্জ গ্লোবাল ফার্ম'গুলির শীর্ষস্থানে থাকা স্বল্পসংখ্যক ভারতীয়দের অন্যতম।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে হাত মিলিয়েছে এসআইডিবিআই

কলকাতা: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে একটি মউ স্বাক্ষরিত করেছে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসআইডিবিআই)। এটি হল ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এমএসএমই) শিল্পকে সাহায্যকরী একটি প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রচার, অর্থায়ন এবং উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, এই মউ স্বাক্ষরের উদ্দশ্য হল রাজ্যে এমএসএমই ইকোসিস্টেম বিকাশ করা। সিডবিআই-র ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুদত্ত মন্ডল, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজেশ পান্ডে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমএসএমই অ্যান্ড টেক্সটাইল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব ডক্টর হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী-র উপস্থিতিতে এই মউ স্বাক্ষরিত হয়।

সমঝোতা অনুযায়ী, এসআইডিবিআই দ্বারা একটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ), জিওডব্লিউবি-এর সাথে মোতায়েন করা হবে। যা ইকোসিস্টেমের উন্নয়নকে সহজতর করার লক্ষ্যে রাজ্যের সাথে এসআইডিবিআই-এর বিশেষ সংযোগ স্থাপনের জন্য জিও ডব্লিউবিন-কে সমর্থন করবে। এসআইডিবিআই-র ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুদত্ত মণ্ডল বলেন, আমরা রাজ্যগুলিতে এমএসএমই ইকো সিস্টেমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

টাইলসের ওয়ান-স্টপ-সলিউশন এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া

কলকাতা: এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমটেড(এজিএল) গুজরাটের মোরবিতে বিশ্বের বৃহত্তম টাইলস শোরুম খোলার পরিকল্পনা করছে। এটি হল ভারতের শীর্ষস্থানীয় টাইলস ব্র্যান্ড কোম্পানি। ১.৫ লক্ষ বর্গফুট এলাকায় বৃস্তিত পাঁচ তলার এই শোরুমটিতে টাইলস, স্যানিটারিওয়্যার, বাথওয়্যার, কোয়ার্টজ এবং ইঞ্জিনিয়ার মার্বেল সহ এজিএল গ্রুপের সম্পূর্ণ পণ্য পরিসীমা প্রদর্শন করা হবে। সম্প্রতি গ্রানিটো বিভিন্ন আকারে ফ্রেসকো ডেকোরেটিভ মোজাইক টাইলসও লঞ্চ করেছে। ২০২২ সালের ১৫ জানুয়ারী শোরুমের ভূমি পূজনের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাজারের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে গ্রানিটোর শোরুমটি ওয়ান-স্টপ-সলিউশন হিসেবে ডিজাইন করা হবে। শোরুমে এক জায়গায় ১৫০ প্লাস কোয়ার্টজ, ৩৫০ প্লাস স্যানিটারিওয়্যার, ৫০ প্লাস সিরিজের সিপি ফিটিং এবং ৫,০০০ প্লাস টাইলস ডিজাইন থাকবে। উল্লেখ্য, কোম্পানিটি বর্তমানে ১০০ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করে। আগামি বছর গুলিতে গ্রানিটোর লক্ষ্য ১২০ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি নেটওয়ার্ক প্রসারিত করা। এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমলেশ প্যাটেল বলেন, এটি দেশের সিরামিক শিল্পের জন্য একটি যুগান্তকারী প্রকল্প হবে।

কিয়া কারেন্স – থ্রী-রো রিক্রিয়েশনাল ভেহিকেল

শিলিগুড়ি: ভারতে অনুষ্ঠিত এক ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের মধ্য দিয়ে কিয়া কর্পোরেশন লঞ্চ করল 'কিয়া কারেন্স'। এই রিক্রিয়েশনাল ভেহিকেল (আরভি) হল কিয়ার আরেকটি মেড-ইন-ইন্ডিয়া গ্লোবাল প্রোডাক্ট। এই ভেহিকেল পারিবারিক যাতায়াতের কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি এসইউভি'র মতো 'স্পোর্টিনেস' দেবে।

কিয়া কারেন্স নির্মিত হয়েছে আধুনিক ভারতীয় পরিবারের কথা মাথায় রেখে। এটি এক আরামদায়ক ও প্রশস্ত থ্রী-সিটার গাড়ি, যাতে রয়েছে 'লংগেস্ট হুইলবেস'। এই গাড়িতে আছে ভারতে প্রথম 'হাই-সিকিয়োর সেফটি প্যাকেজ', যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'সিক্স এয়ারব্যাগস'। এর ফলে এটি ভারতের 'সেফেস্ট ভেহিকেল'গুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, কিয়া কারেন্স হল একটি 'কানেক্টেড কার' যার সঙ্গে আছে ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন বেঞ্চমার্ক সৃষ্টিকারী 'ক্লাস-লিডিং ফিচার্স'। ভারতে কিয়া কারেন্স পাওয়া যাবে ২০২২ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকে।

কেএফসি ডিসেম্বর ফেস্ট

শিলিগুড়ি: ডিসেম্বর উৎসবমুখর মাস। কিন্তু এবারের ডিসেম্বর অন্যরকম, কারণ কেএফসি এই ডিসেম্বরে যোগ করেছে 'ক্রিস্পিনেস'। এই উৎসবের মাসে শুরু হচ্ছে কেএফসি ডিসেম্বর ফেস্ট, যা ১৬ ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এই সময়ে কেএফসি গ্রাহকরা হট অ্যান্ড ক্রিস্পি চিকেন ও চিকেন স্ট্রিপসের ওপরে পাবেন দুর্দান্ত অফারের সুযোগ – ৪ অন ৪, ৫ অন ৫ বা ৬ অন ৬।

ডিসেম্বর ফেস্ট চলাকালীন গ্রাহকরা 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান' অফারের সুযোগও পাবেন। একেই বলে 'দ্য মোর, দ্য ক্রিস্পিয়ার'। এইসব স্বাদু সুবিধা পাওয়া যাবে কেএফসি অ্যাপ, ওয়েবসাইট (https://online.kfc.co.in/) ও দেশের সব কেএফসি রেস্টুর্যান্টে।

ডিসেম্বর ফেস্ট অফারের সঙ্গে থাকবে কেএফসি'র ৪এক্স সেফটি প্রমিস – স্যানিটাইজেশন, স্ক্রিনিং, সোস্যাল ডিস্ট্যান্সিং ও কন্ট্যাক্টলেস সার্ভিস। এবার নিশ্চিন্তে কেএফসি গ্রাহকরা তাদের পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও বন্ধুদের বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন কেএফসি'র হট অ্যান্ড ক্রিস্পি ডিসেম্বর ফেস্ট উপভোগ করতে।

কলকাতায় সোচের দ্বিতীয় স্টোর

কলকাতা: কলকাতার লিন্ডসে স্ট্রিটের অরোরা ওয়ার্ল্ডে নতুন স্টোর খুলল সোচ। মহিলাদের ফ্যাশন দুনিয়ায় সোচ একটি উল্লেখ্যযোগ্য নাম। ৯৫০বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত সোচের এটি দ্বিতীয় স্টোর। প্রথম স্টোরটি রয়েছে কলকাতার সাউথ সিটি মলে। সোচের নতুন স্টোরটি বৈচিত্র্যময় এবং অত্যাধুনিক হাল ফ্যাশনের পোশাকে সমৃদ্ধ। সংগ্রহটিতে হালকা থেকে গাঢ় রঙের বিস্তৃত পরিসরের পোশাক রয়েছে। স্টোরটিতে শাড়ি, সালোয়ার স্যুট, কুর্তি, টিউনিক সহ পোষাক সামগ্রীর বিস্তৃত নির্বাচনের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, প্রায় ১৬ বছর ধরে ভারতে খুচরা ব্যবসা করছে সোচ। দেশের ৫৫টি শহরে ব্র্যান্ডটির ১৩৬টি স্টোর রয়েছে। এছাড়া অনলাইন ব্যবসাতেও সোচের মজবুত উপস্থিতি বর্তমান।

সোচের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং সিইও বিনয় চাটলানি বলেন, কলকাতার গ্রাহকদের কাছ থেকে আমরা অভুতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি। পূর্ব ভারতে চারটি এবং কলকাতায় আমাদের দুটি স্টোর আছে। আগামী আর্থিক বছরে আমাদের আরও কয়েকটি পরিকল্পনা আছে। নতুন স্টোরের মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের যথোপযুক্ত দামে আধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশানেবল পোশাক দেওয়ার জন্য উন্মুখ।

অ্যাফোর্ড প্ল্যান চালু করল সেবাব্রত

কলকাতা: সেবাব্রত সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড এবার পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে অ্যাফোর্ডপ্ল্যান স্বাস্থ্য কার্ড চালু করল। এই কার্ডের মাধ্যমে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রোগী ও তার পরিবারবর্গকে সাশ্রয়ী মূল্যে হাসপাতালের সমস্ত রকমের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবে সেবাব্রত সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতাল।

অ্যাফোর্ড প্ল্যান স্বাস্থ্য কার্ড হল ইয়েস ব্যাঙ্কের একটি প্রিপেইড কার্ড। যা ডিজিটাল ওয়ালেট সহ ওপিডি (বহির্বিভাগ) পরিষেবা, ল্যাব পরীক্ষা, ওষুধ ক্রয় এবং সমস্ত আইপিডি (ইনপেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট) ফার্মেসি পরিষেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও এই কার্ডটি ইএমআই সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভাবে কার্যকরী। উল্লেখ্য, অ্যাফোর্ড প্ল্যান ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে ১৫টি শহরের বেশ কয়েকটি হাসপাতালের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রায় ৫,০০,০০০-এরও বেশি রোগী ও তার পরিবারবর্গকে তাদের চিকিৎসা ব্যয় কমিয়ে আর্থিক সুবিধা প্রদান করেছে। সেবাব্রত হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাঃ দেবজিৎ দাস এবং ডাঃ সান্তি গের বলেন, অ্যাফোর্ডপ্ল্যানের সাথে স্বাস্থ্যসেবা কার্ড চালু করে রোগী ও তার পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে অর্থায়নের বিকল্প প্রদান করতে পেরে আমরা খুশি।

ক্রিসমাসের স্বাস্থ্যকর সঙ্গী – আমন্ড

কলকাতা: বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ক্রিসমাস উৎসব পালিত হয়, কিন্তু সর্বত্রই এর মূল সুর একইরকম। এইসময়ে পরিবারের সকলে ও আত্মীয়-বন্ধুরা একত্রে মিলিত হন, আনন্দে মেতে ওঠেন। বাড়িঘর সাজানো হয় আলো ও ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে, প্রিয়জনের সঙ্গে হয় উপহার বিনিময়।

ক্রিসমাসের সময় বন্ধুবান্ধব ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলে নানারকম মিষ্টি ও স্বাদু খাবার উপভোগ করার চিত্র সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু তা সবসময়ে স্বাস্থ্যসম্মত হয় না, তাই খাবারের সঙ্গে আমন্ডের মতো পুষ্টিকর খাদ্য যোগ করে নেওয়া যেতে পারে। আমন্ড বাস্তবিকই উপহার হিসেবে আদর্শ, কারণ তা সুস্থ হার্ট, ডায়াবিটিস ও স্থূলত্ব নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা নেয়। এটি দিনের যেকোনও সময়ে নানাভাবে খাওয়া যায়। এইজন্য অতিথি আপ্যায়নে এবং প্রিয়জনকে উপহার হিসেবে আমন্ড দেওয়া যায়।

বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান, ফিটনেস ও সেলিব্রিটি ইনস্ট্রাকটর ইয়াসমিন করাচিওয়ালা ও ম্যাক্স হেলথকেয়ার-দিল্লির রিজিয়োনাল হেড-ডায়েটেটিক্স রিতিকা সমাদ্দার – সকলেই আমন্ডের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ও নানারকম পুষ্টিগুণের কথা উল্লেখ করে এটিকে ক্রিসমাসের সেরা উপহার হিসেবে বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

২০ মিলিয়ন ডলার 'গ্রোথ ফান্ডিং' সংগ্রহ করল অ্যাটমবার্গ

কলকাতা: প্রযুক্তি-নির্ভর কনজিউমার প্রোডাক্ট স্টার্ট-আপ অ্যাটমবার্গ টেকনোলজিস ইনফ্লেক্সর ভেঞ্চার্স-সহ জাঙ্গল ভেঞ্চার্স-এর নেতৃত্বে ২০ মিলিয়ন ডলারের গ্রোথ ফান্ডিং রাউন্ড সমাপ্ত করল। এই রাউন্ডে বর্তমান ইনভেস্টর এ৯১ পার্টনার্স ও সুবিখ্যাত অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর রমাকান্ত শর্মা (লাইভস্পেস-এর কো-ফাউন্ডার) অংশ নিয়েছিলেন। শুরু থেকে এপর্যন্ত অ্যাটমবার্গ মোট ৪৫ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। নতুন সংগৃহিত অর্থ ব্যবহৃত হবে একটি স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট নির্মাণ কারখানা স্থাপণ, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য এবং ডিস্ট্রিবিউশন ও ব্র্যান্ডে বিনিয়োগের জন্য।

২০১২ সালে মনোজ মীনা ও শিবব্রত দাস প্রতিষ্ঠিত অ্যাটমবার্গ বর্তমানে দেশের দ্রুততম বর্ধনশীল কনজিউমার অ্যাপ্লায়েন্স স্টার্ট-আপ। এই কোম্পানি ভারতে সিলিং ফ্যানের জন্য 'ব্রাশলেস ডিসি মোটর' (বিএলডিসি) টেকনোলজির পথপ্রদর্শক।

ভারতে জাঙ্গল ভেঞ্চার্সের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ হয়েছে অ্যাটমবার্গে। অন্যান্য বিনিয়োগের স্থানগুলি হল – টার্টলমিন্ট, সিটিমল, লিপ, বেটারপ্লেস ইত্যাদি।

ইউএনপিআরআই-তে স্বাক্ষর করল আইসিআইসিআই প্রু লাইফ

শিলিগুড়ি: 'ইউনাইটেড নেশনস সাপোর্টেড প্রিন্সিপলস ফর রেস্পন্সিবল ইনভেস্টমেন্ট'-এ (ইউএনপিআরআই) প্রথম ভারতীয় বীমা কোম্পানি হিসেবে স্বাক্ষর করল আইসিআইসিআই প্রু লাইফ ইন্স্যুরেন্স। এর মাধ্যমে তারা এনভায়রনমেন্ট, সোস্যাল ও গভর্ন্যান্স (ইএসজি) বিষয়ে নিজেদের দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করল। প্রথমাবধি আইসিআইসিআই প্রু লাইফ ইন্স্যুরেন্স তাদের ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কে ইএসজি ফ্যাক্টরসমূহ তুলে ধরার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

২.৩৭ ট্রিলিয়ন টাকার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকা আইসিআইসিআই প্রু লাইফ ইন্স্যুরেন্স হল এক 'কী ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর' এবং ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তারা ইএসজি ফ্রেমওয়ার্কের রূপায়নে বিশ্বাস করে। উল্লেখ্য, ইউএনপিআরআই হল ইউনাইটেড নেশনসের দুইটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এক 'ইনভেস্টর পার্টনারশিপ'। সংস্থা দু'টি হল ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম ফাইন্যান্স ইনিশিয়েটিভ ও ইউএন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট। বর্তমানে এতে ৬০টি দেশের ৪,০০০-এরও বেশি স্বাক্ষরকারী যুক্ত রয়েছে। তারা সম্মিলিতভাবে ১২০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার অ্যাসেটের প্রতিনিধিত্ব করছে, যার দ্বারা ইএসজি রূপায়িত হচ্ছে তাদের ইনভেস্টমেন্ট প্র্যাক্টিস ও ওনারশিপ পলিসিসমূহে।

আ ই সি আ ই সি আ ই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার মনীশ কুমার জানান, প্রথম ভারতীয় বীমাকারী কোম্পানি হিসেবে তারা ইউএনপিআরআই-এর স্বাক্ষরকারী হতে পেরে গর্বিত বোধ করছেন। এরফলে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা আরও বেশি মাত্রায় এনভায়রনমেন্ট, সোস্যাল ও গভর্ন্যান্স (ইএসজি) বিষয়গুলিতে নিজেদের দায়বদ্ধতার প্রতি মনোযোগী হতে পারবেন।

চায় সুট্টা বারের কুলহাদ চা এর নতুন আউটলেটে

কলকাতা: চায় সুট্টা বার, একটি জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী পানীয় ব্র্যান্ড, ২১শে ডিসেম্বর ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে নতুন আগত আউটলেটের মাধ্যমে কুলহাদের স্বাদ ছড়িয়ে দিল। তিনটি টি - চা, কাঠ এবং পর্যটনের জন্য জনপ্রিয় শিলিগুড়ি কলকাতা ও আসানসোলের পরে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। নতুন দোকানটি বড়ুয়া স্কোয়ার, সেভোক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১-এ খুলেছে এবং সম্প্রতি এইচআর গারু স্থানীয় কয়েকজন তারকার সাথে চায় সুট্টা বারের একটি অ্যান্থেম প্রকাশ করেছে।

এই সংস্থাটি প্রতিদিন ৩ লক্ষেরও বেশি কুলহাদ ব্যবহার করে এবং ১৫০০ টিরও বেশি কুমোর পরিবারকে সাহায্য করে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে ৫০০ জনেরও বেশি লোককে নিয়োগ করে। ব্র্যান্ডের চা সমগ্র ভারতে ২০০+ আউটলেটে সহ ১০০ টিরও বেশি শহরে এবং দুবাই এবং ওমান সহ কয়েকটি দেশে বিতরণ করা হয়েছে।

চায় সুট্টা বারের প্রতিষ্ঠাতা অনুভব দুবে ইভেন্টে বলেন, "আমরা আমাদের কুলহাদ চায়ের কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি মিশনে রয়েছি যাতে তারা প্রতিটি চুমুকের মধ্যে কুলহাদের মাধ্যমে ভারতের মাটির সুগন্ধের স্বাদ নিতে পারে।"

বাজারে এল ব্রিটানিয়া গুড ডে-র নতুন স্মাইল প্যাক

শিলিগুড়ি: ব্রিটানিয়া গুড ডে ভারতের বৃহত্তম বিস্কুট ব্র্যান্ড। ভারতের এই শীর্ষস্থানীয় বিস্কুট ব্র্যান্ডটি তার গুড ডে ব্র্যান্ডকে সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের বাজারে হাজির করেছে। ব্রিটানিয়া গুড ডে-র এই নতুন মোড়ক জুড়ে আছে বিভিন্ন ধরনের হাসি-ডিম্পল হাসি, ছোট হাসি, বড় হাসি, ডবল ডিম্পল হাসি। তাই ভোক্তারা ব্রিটানিয়া গুড ডে-র প্রতিটি প্যাকে কাই স্মাইল, নয়ি স্মাইলস... অনুভব করতে পারবেন। চার ধরনের প্যাকে পাওয়া যাচ্ছে গুড ডে-মাখন, কাজু, কাজু আমন্ড এবং পিস্তাবাদাম। গুড ডে-র নতুন প্যাকগুলির দাম শুরু হয়েছে পাঁচ টাকা থেকে। উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে ব্রিটানিয়া গুড ডে ভারতে 'কুকি' বিভাগটি চালু করে। ড্রাই ফ্রুটস এবং আমন্ড বাদাম দিয়ে তৈরি গুড ডে প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়। বলা বাহুল্য, নতুন প্যাকগুলি ভারতের বাজারে ৪.৮ মিলিয়নেরও বেশি খুচরা আউটলেটের মার্জিন ছুঁয়েছে।

ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বরুণ বেরি বলেন, বিস্কুট ডিজাইনের অংশ হিসেবে গুড ডে-র প্রতিটি প্যাক একাধিক স্মাইল বহন করবে। যা শহর এবং গ্রামীণ ভারতে ব্রিটানিয়া গুড ডে ব্র্যান্ডের অব্যাহত সাফল্য নিশ্চিত করেছে।

এইচডিএফসি-র সিস্টেম্যাটিক রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রধান জীবন বীমা কোম্পানি এইচডিএফসি লাইফ চালু করল সিস্টেম্যাটিক রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান। এটি হল একটি ব্যক্তি/গোষ্ঠী, অ-অংশগ্রহণকারী, অ-সংযুক্ত, সঞ্চয় বিলম্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা যা চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর পরবর্তী সময়ের জন্য পদ্ধতিগতভাবে সঞ্চয় করার অনুমতি দেয়।

এইচডিএফসি লাইফ সিস্টেম্যাটিক রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান ব্যক্তিদের একটি গ্যারান্টিযুক্ত আজীবন আয় উপভোগ করার অনন্য সুযোগ প্রদান করে। দুটি বিকল্প প্ল্যান থেকে এই প্ল্যানটি বেছে নেওয়ার নমনীয়তা প্রদান করে। এই বিকল্প প্ল্যান দুটি – লাইফ অ্যানুইটি এবং লাইফ অ্যানুইটি সহ প্রিমিয়ামের রিটার্ন। প্রকৃতপক্ষে এইচডিএফসি লাইফ সিস্টেম্যাটিক রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান গ্রাহকদের তাদের বার্ষিক সুদের হারগুলিকে পলিসি শুরু হওয়ার সাথে সাথে লক করে দেয়। এইচডিএফসি লাইফ সিস্টেম্যাটিক রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানের জন্য একজন ব্যক্তির বয়স ন্যূনতম ৪৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৭৫ বছর হতে হবে। সর্বোপরি ব্যক্তির পছন্দের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক অর্থপ্রদান মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক হতে পারে। এইচডিএফসি লাইফের চিফ অ্যাকচুয়ারি শ্রীনিবাসন পার্থসারথি বলেন, এই লাইফ সিস্টেম্যাটিক রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান অবসরের জন্য পদ্ধতিগতভাবে সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেয়। যাতে অবসর গ্রহণের পর গ্রাহকরা একটি আরামদায়ক জীবন উপভোগ করতে পারে।

৩.০৮ কোটি পর্যন্ত ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রির জন্য স্ন্যাপডিলের অফার

শিলিগুড়ি: স্ন্যাপডিল লিমিটেড (স্ন্যাপডিল), আর্থিক বছর ২০২০ সালের জন্য বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, একটি আইপিও-এর জন্য খসড়া রেড হেরিং প্রসপেক্টাস জমা দিয়েছে। অফারটিতে একটি নতুন ইস্যু রয়েছে যাতে মোট ১২৫০ কোটি টাকা এবং ৩০,৭৬৯,৬০০ ইক্যুইটি শেয়ার বিক্রির অফার আছে। স্ন্যাপডিল নতুন ইস্যুর ১২৫০ কোটি টাকা ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছে নিম্নোক্ত বস্তুর অর্থায়নের জন্য: ১. জৈব বৃদ্ধির উদ্যোগে অর্থায়নে ৯০০ কোটি টাকা; এবং ২. সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্য (সম্মিলিতভাবে, এখানে "বস্তু" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। ডিআরএইচপি-তে, স্ন্যাপডিল বলছে যে এটি আর্থিক বছর ২০২০-এর আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বৃহত্তম পিওর-প্লে ভ্যালু ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম। উপরন্তু, গুগল প্লে স্টোর-এ ২০০ মিলিয়নেরও বেশি অ্যাপ ইনস্টলেশন সহ, এটি সবচেয়ে ইনস্টল করা পিওর-প্লে ভ্যালু ইকমার্স অ্যাপ্লিকেশন এবং ৩১শে আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ভারতে মোট অ্যাপ ইনস্টলেশনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম চারটি অনলাইন লাইফস্টাইল শপিং গন্তব্যের মধ্যে একটি। স্ন্যাপডিল প্ল্যাটফর্ম অ্যাপ অ্যানি (একটি মোবাইল মার্কেট ডেটা এবং অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম)-তে স্থান পেয়েছে। ২০১৯ সালের জন্য মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীদের ("MAUs") পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সেরা ১০টি শপিং অ্যাপের মধ্যে থাকার জন্য 'শীর্ষ প্রকাশক ২০২০' পুরস্কারটি লাভ করেছে।

গ্লোবাল স্প্যামের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ

কলকাতা: বার্ষিক গ্লোবাল স্প্যাম রিপোর্টের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করল ট্রুকলার। কীভাবে স্প্যাম এবং স্ক্যাম আমাদের সকলকে প্রভাবিত করে তার একটি বিশ্বব্যাপী অধ্যয়ন এই রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২১ সালে স্প্যাম কল দ্বারা প্রভাবিত বিশ্বের শীর্ষ ২০টি দেশের তালিকা এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে দেখা গেছে যে, মহামারী শুধুমাত্র যোগাযোগের আচরণকেই প্রভাবিত করেনি বরং বিশ্বজুড়ে স্প্যাম প্যাটার্ন গুলিকেও প্রভাবিত করেছে। বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রুকলার ৩০০ মিলিয়ন ব্যবহারকারীকে ব্লক এবং ৩৭.৮বিলিয়ন স্প্যাম কল সনাক্ত

করতে সাহায্য করেছে।

গ্লোবাল স্প্যাম ২০২১-এর রিপোর্ট অনুসারে, বিক্রয় এবং টেলিমার্কেটিং কলের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে ভারত নবম থেকে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। চলতি বছরে জানুয়ারী থেকে অক্টোবরের মধ্যে ভারতে মাত্র একজন স্প্যামার দ্বারা ২০২ মিলিয়নেরও বেশি স্প্যাম কল করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন ৬,৬৪,০০০-এরও বেশি কল করা হয়েছে। রিপোর্ট প্রকাশিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভারতে স্ক্যাম কল ৯% থেকে কমে ১.৪% হয়েছে। এছাড়াও দেশের কিছু সাধারণ স্ক্যাম যেমন কেওয়াইসি এবং ওটিপি সম্পর্কিত জালিয়াতি এখনও রয়ে গেছে।

বাজাজ আলিয়াঞ্জের হেলথ প্রাইম রাইডার

কলকাতা: বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স চালু করল 'হেলথ প্রাইম' রাইডার। এই রাইডারের অধীনে নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদানের জন্য বাজাজ আলিয়াঞ্জ, বাজাজ ফিনসার্ভ হেলথ লিমিটেডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বাজাজ ফিনসার্ভ হেলথ হল একটি স্বাস্থ্য-প্রযুক্তি সংস্থা যা গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য তার ২,৫০০টিরও বেশি ল্যাব চেইন এবং ৯০,০০০ ডাক্তারের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সুবিধা দেবে বাজাজ আলিয়াঞ্জের গ্রাহকদের।

এই হেলথ প্রাইম রাইডার গ্রাহকদের জন্য ৪টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র কভার করে যথা-টেলি-কনসালটেশন কভার, ডক্টর কনসালটেশন কভার, তদন্ত কভার এবং বার্ষিক প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা কভার। এই সমস্ত সুবিধাগুলি সম্পূর্ণ নগদহীন যা বাজাজ আলিয়াঞ্জের 'কেয়ারিংলি ইয়োরস' অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও রাইডারের ৬টি প্ল্যান রয়েছে। ব্যক্তিগত ভিত্তিতে তিনটি প্ল্যানের প্রিমিয়াম শুরু হয় ৬৩ টাকা থেকে ১,০৮৪ টাকা পর্যন্ত(জিএসটি ছাড়া) এবং ফ্লোটার ভিত্তিতে তিনটি প্ল্যানের প্রিমিয়াম শুরু হয় ১,১৪৬ টাকা থেকে ২,৩৪৮টাকা পর্যন্ত(জিএসটি ছাড়া)। বাজাজ আলিয়াঞ্জের এমডি এবং সিইও তপন সিংঘেল বলেন, আমাদের লক্ষ্য, হেলথ প্রাইম রাইডারের সাথে একটি সম্পূর্ণ সুস্থ ইকোসিস্টেম প্রদান করা যা নিরাময়মূলক পদ্ধতির পরিবর্তে প্রতিরোধমূলক পদ্ধতিকে উৎসাহিত করবে।

সৃজনীর লাইভলিহুড হাবের উদ্বোধন করল স্টার সিমেন্ট

শিলিগুড়ি: ১৮ডিসেম্বর মোহিতনগর এলাকায় সৃজনীর লাইভলিহুড হাবের উদ্বোধন করল স্টার সিমেন্ট। এই হাবের উদ্দেশ্য হল জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়নের অধীনে বিভিন্ন কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটির উদ্যোগ সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা। সৃজনীর লক্ষ্য হল এই হাবের মাধ্যমে বেকারি উৎপাদন ইউনিট, আগরবাতি উৎপাদন, বায়োফ্লোক ফার্মিং এবং হ্যান্ডি-কারুশিল্প প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী এক বছরের মধ্যে ২০০ জন যুবকের কর্মসংস্থান তৈরি করা। লাইভলিহুড হাবের মধ্যে কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সমস্ত প্রশিক্ষণার্থীকে তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় উপার্জনের সুযোগ দেওয়া হবে যার জন্য মূলধন এবং পুনরাবৃত্ত খরচ স্টার সিমেন্ট বহন করবে।

সৃজনীর এই লাইভলিহুড হাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিএমসি জেলা সভাপতি মহুয়াগোপ, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের যুগ্ম সভাপতি দুলাল দেবনাথ প্রমুখ। স্টার সিমেন্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রদীপ পুরোহিত, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রধান অতিথিসহ সকল আমন্ত্রিতদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, স্টার সিমেন্ট সর্বদা মোহিতনগর এলাকার সকল সম্প্রদায়ের সদস্য, সুবিধাভোগী, প্রশিক্ষণার্থী, এসএইচজি গ্রুপের জীবিকা নির্বাহের উদ্যোগকে সফল করার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

২০২২-এর জানুয়ারিতে ১০ দিন বন্ধ ব্যাঙ্ক

কলকাতা: প্রতি মাসেই ব্যাঙ্কের ছুটির তালিকা প্রকাশ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেই অনুযায়ী নতুন বছর অর্থাৎ ২০২২-এর প্রথম মাস জানুয়ারিতেও ক'দিন বন্ধ বা ছুটি থাকবে ব্যাঙ্ক সেই তালিকাও এল সামনে। তবে বছরের শুরুতেই মুশকিলে পড়তে হবে অনেককেই। কারণ বছরের প্রথম মাসেই বেশ কয়েকদিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে ও গোটা দেশে ২রা জানুয়ারি রবিবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ৮ জানুয়ারি দ্বিতীয় শনিবার। ব্যাঙ্কের ছুটি। ৯ জানুয়ারি গুরু গোবিন্দ সিং জয়ন্তী উপলক্ষে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যে ছুটি থাকবে সমস্ত ব্যাঙ্ক। ১৬ জানুয়ারি সারা দেশেই সাপ্তাহিক ছুটি ব্যাঙ্কের। ২২ জানুয়ারি চতুর্থ শনিবার বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন। গোটা দেশের সব ব্যাঙ্কের ছুটি থাকবে এই দিন।২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনও দেশের সব ব্যাঙ্ক বন্ধ। ৩০ জানুয়ারি রবিবারও বন্ধ থাকবে সব ব্যাঙ্ক। এছাড়াও জানুয়ারির প্রথম দিন বন্ধ থাকবে অনেক রাজ্যের ব্যাঙ্ক।

বিভিন্ন শহরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম

দিল্লি- পেট্রোল ৯৫.৪১ টাকা, ডিজেল ৮৬.৬৭ টাকা

মুম্বই- পেট্রোল ১০৯.৯৮ টাকা, ডিজেল ৯৪.১৪ টাকা

চেন্নাই- পেট্রোল ১০১.৪০ টাকা, ডিজেল ৯১.৪৩ টাকা

কলকাতা- পেট্রোল ১০৪.৬৭ টাকা, ডিজেল ৮৯.৭৯ টাকা

লখনউ- পেট্রোল ৯৫.২৮ টাকা, ডিজেল ৮৬.৮০ টাকা

* ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ এর তথ্য

হৃতিক রোশনের সাথে মাউন্টেন ডিউ-এর নতুন ক্যাম্পেইন

শিলিগুড়ি: মাউন্টেন ডিউ ভারতের যুবকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এই বছর এর "ডর কে আগে জিত হ্যায়" ক্যাম্পেইন ঘোষণা করল। এই পানীয় ব্র্যান্ডটি বলিউড সুপারস্টার এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হৃতিক রোশনের সাথে তাদের নতুন পাওয়ার প্যাকড টিভিসি উন্মোচন করল যা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং দুবাইয়ের এমার বুর্জ খলিফার শীর্ষে ছবিটির শুটিং হয়েছে।

মাউন্টেন ডিউ টিভিসি টিভি, ডিজিটাল, আউটডোর, এবং সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ৩৬০-ডিগ্রি প্রচারণার মাধ্যমে প্রশস্ত করা হবে। এই টিভিসি এর মাধ্যমে মাউন্টেন ডিউ-এর বিশ্বাস উপস্থাপন করে হয়েছে যে যেকোনো চ্যালেঞ্জের মুখে ২টি পছন্দ থাকে; হয় ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করুন এবং পিছনে ফিরে যান বা ভয়কে জয় করে এগিয়ে যান। মাউন্টেন ডিউ আধুনিক এবং ঐতিহ্যবাহী আউটলেটগুলির পাশাপাশি শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিতে সিংগেল/মাল্টি সার্ভ প্যাকে পাওয়া যায়।

টিভিসি-র শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে

গিয়ে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হৃতিক রোশন জানান, "বুর্জ খলিফায় এই টিভিসি শুট করা একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমি নিশ্চিত যে এই দুঃসাহসিক কাজটি আমার দর্শকদের অনুপ্রাণিত করবে।"

টুকরো খবর

চ্যাম্পিয়ন মোলানি দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব

চোপড়ার দাসপাড়া মর্নিং ক্লাবের মুফতি জয়নুল হক ও ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ট্রফি ফুটবল চ্যাম্পিয়নসিপে জিতল মোলানি দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। ২৪ ডিসেম্বর ফাইনালে মোলানি দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে মোলানি নিউ মডার্ন ক্লাবকে হারিয়েছে। ফাইনালে একটি মাত্র গোল করেন শারজাহান ওরাওঁ।

মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি মধুর মিলন সংঘের ১৬ দলীয় মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবল শুরু হল ২৪ ডিসেম্বর। শিলিগুড়ির মিলন মোড় মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে দার্জিলিং পুলিশ ইস্টবেঙ্গল রাজগঞ্জ ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ম্যাচের প্রথম ৩৫ মিনিটে আশিস দেওয়ান এগিয়ে দেন দার্জিলিং পুলিশকে। ৫৫ মিনিটে আরও এক গোল করেন অর্পণ গুরুং।

এদিন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন গুলমা মোহরগাঁও চা বাগানের ম্যানেজার এসকে গুপ্তা, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

জয়ী খোটগছ কিশোর সংঘ

বড়দিন উপলক্ষ্যে চোপড়ায় খোটগছ বেলিভারস ইস্টার্ন চার্চে ৮ দলীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হয়। চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী হল খোটগছ কিশোর সংঘ। ২৭ ডিসেম্বর প্রসাদগছ এবং খোটগছ কিশোর সংঘের মধ্যে খেলা ফাইনাল ম্যাচের নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। টাইব্রেকারে ২-১ গোলে জিতেছে কিশোর সংঘ। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত করা হয় মোহন মার্ডিকে। বিজয়ী দলকে পুরস্কার তুলে দেন চোপড়া থানার আইসি হেমন্তকুমার শর্মা।

৩ পদক জিতলো জলপাইগুড়ির অজয়

২৩ ডিসেম্বর কালিম্পংয়ের পেডংয়ে আয়োজিত রাজ্য তিরন্দাজিতে তিনটি পদক জিতল জলপাইগুড়ির অজয় রায়। জুনিয়ার ছেলেদের ৪০ মিটারে রুপো ও ৩০ মিটারে ব্রোঞ্জ এবং সিনিয়ার ছেলেদের এলিমিনেশন বিভাগে রুপো জিতেছে অজয়। সিনিয়ার ছেলেদের ৫০ মিটার বিভাগে সুশান্ত দে দ্বিতীয় ও ৩০ মিটার বিভাগে দেব বরাইক তৃতীয় হয়েছে।

শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের রোড রেস

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯ ডিসেম্বরে রেল ইন্সটিটিউট মাঠ থেকে আয়োজিত পুরুষদের ৬ কিলোমিটার রোড রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই রেসে প্রথম হয়েছেন আমন যাদব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন শাহাজাহান আলম ও ভোলানাথ মাহাতো।

মহিলাদের বিভাগে প্রথম হয়েছেন সাবিত্রী বর্মন এবং পরবর্তী দুইয়ে রয়েছেন বিশাখা এক্কা ও আলিয়া খাতুন। বাকি দুইটি বিভাগে প্রথম তিনে রয়েছেন যথাক্রমে - অসীম রায়, পঙ্কজ বর্মন ও সাহিত রাজগড় (অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলে), স্বাগতা নিয়োগী, সমস্তুতি ঘোষরায় ও নীলাক্ষি কুণ্ডু (অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়ে), স্তুতিব্রত ঘোষরায়, রাজদীপ পাল ও ঈশান ভান্ডারি (অনূর্ধ্ব-১২ ছেলে) এবং নীহারিকা দেবনাথ, বর্ষা রায় ও ঋদ্ধিতা মালাকার (অনূর্ধ্ব-১২ মেয়ে)। সবকয়টি দৌড়ই শুরু ও শেষ হয়।

চতুর্থ হয়েছে শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন

শিলিগুড়ি: বেঙ্গল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ও খেলো মাস্টার্স গেম ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স মিট ও রাজ্য ক্রীড়ায় চতুর্থ হয়েছে শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। ১৮ ডিসেম্বর থেকে বনগাঁ স্টেডিয়ামে আয়োজিত দুইদিনের প্রতিযোগিতায় তারা সংগ্রহ ১৮৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পাঁচটি সোনা সহ মোট ২৬টি পদক পেয়েছে। ৩৫ উর্ধ্ব মহিলাদের ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন সীমা চক্রবর্তী। ষাটোর্ধ্ব বিভাগে শ্যামল পাল ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় ছাড়াও ট্রিপল জাম্পে সোনা পেয়েছেন। শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের টিম ম্যানেজার অমল আচার্য বলেছেন, “১৮ জেলার এই প্রতিযোগিতায় চতুর্থ হওয়া সন্তোষজনক। পুদুচেরিতে অনুষ্ঠেয় ন্যাশনালে আমাদের নয়জন সুযোগ পেয়েছেন”।

ফালাকাটা: আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে রাজ্য হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ২৭ ডিসেম্বর বর্ধমানের উদ্দেশ্যে রওনা হল দেওগাঁও হাইস্কুলের চার ছাত্রী- দিলরুবা খানম, তৃষ্ণা দাস, মোনালিসা হায়াত ও সাগরিকা দেবনাথ। মোনালিসা ও সাগরিকা অষ্টম শ্রেণির এবং দিলরুবা ও তৃষ্ণা নবম শ্রেণির ছাত্রী। চার মাসের অনুশীলনেই ওই চারজন আলিপুরদুয়ার জেলা হ্যান্ডবল দলের হয়ে রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে বলে জানা গেছে। তাদের এই সাফল্যে উচ্ছাসিত দেওগাঁও হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও পড়ুয়ারা।

সফল পরিশ্রম: বেঙ্গালুরুর সিনিয়ার ফুটবল লিগে জায়গা করে নিয়েছে তানিয়া

তানিয়া কান্তি

দিনহাটা: ভিনরাজ্য ফুটবল লিগে খেলছে দিনহাটার তানিয়া কান্তি। স্থানীয় ক্রীড়া মহলের মতে এই প্রথম দিনহাটার কোন মেয়ে ফুটবল খেলতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিল। বছর পনেরোর তানিয়া বর্তমানে বেঙ্গালুরু সিনিয়ার লিগে কিকস্টার্স দলের হয়ে খেলছে। উল্লেখ্য, ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়ায় এই লিগে রাইট উইংয়ে খেলছে তানিয়া। তার এই সাফল্য স্থানীয় মেয়েদের ফুটবল খেলায় আরও বেশি উৎসাহিত করবে বলে মনে করছে অনেকে।

দিনহাটার সংহতি ময়দানের পাশেই তানিয়াদের বাড়ি। বাবা ভজন কান্তি পেশায় ট্যাক্সি চালক। অভাবের সংসার। চার বোনের মধ্যে দ্বিতীয় তানিয়া। ছোটবেলা থেকেই সংহতির মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলত। ফুটবলের প্রতি তার আগ্রহ দেখে সংহতি মর্নিং ইউনিটের সদস্যরা তানিয়াকে সঙ্গে নেয়। এরপর স্থানীয় ফুটবলার রাজীব আহমেদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় প্রশিক্ষণ। কোচবিহার ও দিনহাটার নানা জায়গায় মহিলা ফুটবলে অংশ নেয় তানিয়া। পারফম্যান্স ভালো থাকায় কলকাতায় মন্ত্রী সুজিত বসুর ক্লাবের হয়ে কলকাতা লীগে অংশগ্রহণ করে তানিয়া। সেখানে আসানসোলের সঞ্জীব কুমার বাউরি নামে এক প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেড় বছর ধরে অনুশীলন করে তানিয়া।

বেঙ্গালুরু থেকে ফোনে তানিয়া জানায়, তার লক্ষ্য পেশাদার ফুটবলার হওয়া। তানিয়ার এই সাফল্যে খুশি তাঁর মা ও বাবা। তাঁদের আশা মেয়ে একদিন জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাবে।

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ শুরু করলো প্রথম ও সুপার ডিভিশন

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে ২৭ ডিসেম্বর মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ একসঙ্গে শুরু করছে প্রথম ও সুপার ডিভিশন লিগ। বহুদিন পর কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফিরছে ক্রিকেট। পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি নান্টু পাল ঘোষণা করে জানান প্রথম ডিভিশনে খেলবে ২২টি দল। গ্রুপ- ‘এ’ ও ‘বি’-তে রাখা হয়েছে পাঁচটি করে দল এবং ‘সি’ ও ‘ডি’-তে রয়েছে ছয়টি করে দল। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে। প্রথম ডিভিশনের উদ্বোধনী ম্যাচে গ্রুপ- ‘এ’-তে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ খেলবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে। পরের ম্যাচে ১২টা থেকে সুপার ডিভিশনে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন মুখোমুখি হবে।

সুপার ডিভিশনে দলগুলি নিজেদের মধ্যে খেলার পর পয়েন্টের ভিত্তিতে প্রথম চার বেছে নেওয়া হবে। সেরা দুই দল সরাসরি কোয়ালিফায়ার খেলবে। তৃতীয় ও চতুর্থ দল এলিমিনেটরে জিতে প্রথম কোয়ালিফায়ারে হেরে যাওয়া দলের সঙ্গে ফাইনালে ওঠার লড়াই করবে।

এবার ক্রিকেট লিগের দুই ডিভিশনেই থাকছে আর্থিক পুরস্কার। সুপার ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন অমৃতকুমার চৌধুরী ট্রফির সঙ্গে পাবে ৩০ হাজার টাকা এবং রানার্সদরা পাবে চৌধুরী ট্রফি ও ২০ হাজার টাকা। প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে প্রভা ট্রফি ও সঙ্গে ২০ হাজার টাকা। রানার্সদের জন্য অমৃত ট্রফি ও সঙ্গে ১০ হাজার টাকা। সঙ্গে দুই ডিভিশনেই ফেয়ার প্লে-র জন্য থাকছে মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি ও ৫ হাজার টাকা পুরস্কার। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারের জন্য থাকছে ১ হাজার টাকা পুরস্কার।

সুপার ডিভিশনকে আকর্ষণীয় করতে এবার বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। “নকআউটে ক্রিকেটাররা রঙিন পোশাক পরে সাদা বলের চ্যালেঞ্জ সামলাবে। থাকবে কালো স্কোরবোর্ড। এবারই শিলিগুড়িতে লিগে প্রথমবার বাউন্ডারি রোপ ব্যবহার করা হবে। যার ট্রায়াল হয়েছে সোমবার মেয়েদের প্রদর্শনী ক্রিকেটে। আমরা চেষ্টা করছি ফাইনাল ম্যাচটা অন্তত নৈশালোকে করার”, জানান ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা। সঙ্গে শিলিগুড়ির ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় করতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আরও বেশি করে স্পনসরদের এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন সহকারী সচিব সজল নন্দী, ফুটবল সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য।

জলপাইগুড়ি জেলায় জনপ্রিয় হচ্ছে তাইকোন্ডো

ময়নাগুড়ি: তাইকোন্ডের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে জলপাইগুড়ি জেলার যুব সমাজের। ময়নাগুড়ি ব্লকের ফুটবল ময়দান, হাসপাতাল পাড়া, বেতগাড়া ও চারেরবাড়ি এলাকায় বিনামূল্যে তাইকোন্ড প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে। ছোট থেকে বড় সকলকেই ওই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলা তাইকোন্ডের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তমাল ঘোষ বলেন, ১৯৯৬ সাল থেকে ময়নাগুড়িতে তাইকোন্ডো চালু হয়েছিল। সেসময় কিছু প্রতিভা উঠে এসেছিল। তারপর কয়েক বছর স্থানীয় এলাকাগুলিতে এই খেলাটির জনপ্রিয়তা হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্যব্যাপী ভালো সাড়া মিলেছে।

তাইকোন্ডো আসলে এক ধরনের মার্শাল আর্ট। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল থেকেও অনেক তরুণ প্রতিভার নাম উঠে আসছে এই খেলায়। ময়নাগুড়ি ব্লক থেকে একাধিক ছেলেমেয়ে রাজ্যস্তরের তাইকোন্ডো খেলায় সুনাম অর্জন করেছে। এদের মধ্যে বিক্রম সরকার, পাপন ঘোষ, শুভঙ্কর সাহা প্রমুখ এই খেলায় পদক এনে দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে পদক পেয়েছেন পপি মজুমদার, মণিসীতা মৌলিক। এঁরা প্রত্যেকেই তমাল বাবুর ছাত্রছাত্রী। চলতি বছর মালদায় অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরে তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক পেয়েছেন ১১ বছরের মণিসীতা।

তমাল বাবু ব্লকের তিনটি কেন্দ্রেই প্রশিক্ষণ দেন। তমাল বাবু ছাড়াও শঙ্খ গুপ্ত এবং পার্থপ্রতিম দেও তাইকোন্ডোর প্রশিক্ষণ দেন। জানাগেছে, দ্রুত ময়নাগুড়ি ব্লকে তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জয়ীরা জেলাস্তরের খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

১৬ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হল দিনহাটায়

দিনহাটা: দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রামে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের মাঠে ১৬ দলীয় এক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হল ২৬ ডিসেম্বর। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বীরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন, চৌধুরীহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ সেবানন্দ মহারাজ, চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ছবি বর্মণ প্রমুখ।

টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের খেলায় মুখোমুখি হয় কালমাটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও খেরবাড়িহাট ক্রিকেট একাদশ। টসে জিতে ফিল্ডিং করে কালমাটি দল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গেবাড়ি একদেশ ১১.৪ ওভারে ৯৮ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কালমাটি দল ১৭.৪ ওভারে ৯৮ রান করে। দু’দলের রান সমান হওয়ায় সুপার ওভারের মাধ্যমে ম্যচের ফল নির্ধারণ করা হয়। সুপার ওভাবে, জয়ী হয় কালমাটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96